NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতের আসল সম্পদ হল ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান

রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুই টিমের তল্লাশি ৫

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.12.2024, Vol.18, Issue No. 182 8 Pages, Price 3.00

মন্দির-মসজিদ সমীক্ষায় স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: দেশের সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গির্জার সমীক্ষায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মন্দির বা মসজিদ নিয়ে নতুন করে কোনও মামলাও করা যাবে না এখনই। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগে এই সংক্রান্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তি হবে, তার পর নতুন মামলা গৃহীত হবে আদালতে। নিম্ন আদালতগুলিতে এই সংক্রান্ত মামলায় এখনই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দিতে নিষেধ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উপাসনাস্থল আইন মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও।

১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইন বদলাতে চেয়ে একাধিক মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সাড়ে তিন বছর ধরে সেগুলির কোনও শুনানিই হয়নি। বৃহস্পতিবার ছিল এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির দিন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না,

বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে উপসনাস্থল আইন মামলার শুনানি হয়। আদালত জানিয়েছে, এই মুহূর্তে দেশে মন্দির, মসজিদ বা অন্য উপাসনাস্থল নিয়ে যত মামলা চলছে, যত সমীক্ষা চলছে, তা আপাতত স্থগিত থাকবে। নিম্ন আদালত, এমনকি হাই কোর্টগুলিকেও এই সংক্রান্ত মামলায় আপাতত তাৎপর্যপূর্ণ কোনও নির্দেশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। নিম্ন আদালতগুলি এই সংক্রান্ত নতুন কোনও মামলাও শুনবে না। সুপ্রিম কোর্টে উপাসনাস্থল আইন মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ জারি থাকবে।

উপাসনাস্থল আইনের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলিতে বৃহস্পতিবারও কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট আকারে তা জানাতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১২ মার্চ উপাসনাস্থল আইনের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য আদালতের কাছে সময় চাওয়ায় একাধিক বার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। এখনও তারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের ডি গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড করলেন তিনি। শেষ গেমে চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়ে খেতাব জিতলেন তিনি। ৭.৫-৬.৫ ফলে হারিয়ে দিলেন চিনের প্রতিপক্ষকে। বৃহস্পতিবার ছিল ১৪তম ম্যাচ। ১৩তম ম্যাচের শেষে সমান পয়েন্ট ছিল তাঁদের। নিয়ম অনুযায়ী, যে আগে ৭.৫ পয়েন্টে পৌঁছবে, সে জিতবে। বৃহস্পতিবার গুকেশ জিতে এক পয়েন্ট পেতেই পৌঁছে যান ৭.৫ পয়েন্টে। ফলে আর টাইব্রেকার খেলার প্রয়োজন হল না। সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি গুকেশ। কাঁদতে দেখা যায় তাঁকে।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

জঙ্গিপুরে ধর্ষণ-খুনে বিচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে চারমাস। এখনও পর্যন্ত সুবিচার পায়নি নির্যাতিতার পরিবার। তবে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে বারবার নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে রাজ্য পুলিশ। জয়নগরের পর জঙ্গিপুর। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার মাত্র ৫৯ দিনে বিচার পেল নাবালিকার পরিবার। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণা।

চিন্ময়কৃষ্ণকে জেলবন্দি রাখতে নয়া কৌশল কট্টরপন্থী আইনজীবীদের

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর: চিন্ময়কৃষ্ণকে জেলবন্দি রাখতে ইউনূসের দেশে কট্টরপন্থী আইনজীবীদের নয়া কৌশল। চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবীকে সওয়ালে বাধা। যার জেরে চট্টগ্রাম আদালতে বৃহস্পতিবারও শোনা হল না জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণের জামিন শুনানি এগনোর আর্জি।

চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবী জামিন সওয়ালের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত কট্টরপন্থী আইনজীবী ও জজ সাহেবের তোলা অদ্ভুত দাবির মুখে এদিনের মতো রণেভঙ্গ দেন। যখন তিনি আদালতে পৌঁছন, সেখানে তখন আগে থেকেই ৪০-৫০ জন আইনজীবী ছিলেন। তাঁদের কী ভূমিকা ছিল, তা স্পষ্ট ছিল না। তবে তাঁদেরই উপস্থিতিতে নয়া কৌশল অবলম্বন করা হয়। এমনকি দেখা হলেও, চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দেওয়া হয়নি।

চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আজকে হঠাৎ জজ সাহেব বললেন, চট্টগ্রাম থেকে একজন আইনজীবী লাগবে। কিন্তু তা তো লাগার কথা নয়। প্রসিকিউশনের ৫০ জন আইনজীবী ছিলেন। তাঁরাও বলা শুরু করলেন, না এমনটা করা যাবে না। চট্টগ্রাম থেকে আইনজীবী লাগবে। আমি আসলে চট্টগ্রাম বারে প্র্যাকটিস করি না, সুপ্রিম কোর্ট বারে প্র্যাকটিস করি। বার মেম্বার। তাহলে তো সারা দেশেই মুভ করতে পারে। এখন যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহলে আমি কী করতে পারি! সব শুনে জজ সাহেব এটা পেন্ডিং রেখে দিলেন। অর্ডার দিলেন না।' বিচারব্যবস্থা তাহলে কি প্রভাবিত হচ্ছে? সেটা শুনেই চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী বললেন, 'আমার তো সেরকমই একটা মনে হচ্ছে, আমি মর্মাহত হলাম।' ২ জানুয়ারি হবে চিন্ময়কৃষ্ণের জামিন মামলার শুনানি।

আরজি কর মামলা থেকে সরার কারণ জানালেন 'প্রভাবশালী' আইনজীবী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: আরজি কর মামলায় তিলোত্তমার হয়ে আর মামলায় লড়তে চাইছেন না বিশিষ্ট আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার। সুপ্রিম কোর্টে শেষ শুনানির পরই এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি। আর তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনেকেই রীতিমতো অবাক হয়ে যান। সূত্রের খবর এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ হল সিবিআই।

আরজি কর মামলায় এই নিয়ে পরপর দু'বার বদল হল তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী। এর আগে বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের বদলে আর এক সিনিয়র আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারকে পছন্দ করেছিল আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিকাশ ভট্টাচার্য সরে দাঁড়ান এই মামলা থেকে। তারপরই বৃন্দা গ্রোভার মামলার দায়িত্ব নেন।

কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সরে দাঁড়িয়েছেন বৃন্দা গ্রোভার। সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার শুনানির সময় বৃন্দা সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আইনজীবী তুষার মেহতা আরজি কর ইস্যুতে শুধু অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের অপরাধের সঙ্গে যোগ তুলে ধরেন। কিন্তু তাতে বৃন্দা গ্রোভার কোনও আপত্তি জানাননি। পরিবারের আপত্তি ছিল সেখানেই।

সূত্রের খবর, সিবিআই-এর তদন্তে তেমন বড় গাফিলতি আছে বলে মনে করেননি আইনজীবী। এতেই উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। তবে শুধু সিবিআই নয়। উভয়ের ভাষার পার্থক্যের জন্য পরিবার কী বোঝাতে চাইছেন সেটাও স্পষ্ট করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে পরিবার চেয়েছিল, নিম্ন আদালতে জুনিয়র নন, বৃন্দা গ্রোভার অথবা সিনিয়র কেউ আসুন। তবে বৃন্দার টিমের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেটা সম্ভব নয়।

চিকিৎসকরা অবশ্য পরিবারের সঙ্গে একমত। তাঁদের বক্তব্য, এত বড় অপরাধের পিছনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাধিক দুর্নীতি যদি তদন্তে না উঠে আসে তাহলে সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে নিশ্চিত প্রশ্ন উঠবে।

বছর শেষে শীতের ঝোড়ো ইনিংস

শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নিম্নচাপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে বছরের শেষে 'ঝোড়ো ব্যাটিং' শুরু করেছে শীত। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নেমে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এ বার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাসও দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুকনো বাতাস ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে। এর প্রভাবেই বিভিন্ন জেলায় রাতের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। তালিকায় রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই রাতের তাপমাত্রা কমবে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও দুই থেকে চার ডিগ্রি কম থাকবে রবিবার পর্যন্ত।

আবহবিদেরা এই সময়ে শিশু এবং বয়স্কদের সাবধানে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁদের ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে, বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে তাঁদেরও। তবে মোটের উপর এই ক'দিনে শীত সহনীয়ই থাকবে। মোটা বহুস্তরীয় পোশাক পরা এবং ঠান্ডায় বাড়ির বাইরে বেশি না-বেরোনোর পরামর্শও দিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশা থাকবে। দৃশ্যমানতা নেমে যেতে পারে ১৯৯ থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে। সকালের দিকে কুয়াশার কারণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আপাতত উত্তর বা দক্ষিণ, কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে সর্বত্র থাকবে শুকনো আবহাওয়া।

বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৩ ডিগ্রি কম। বুধবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.৬ ডিগ্রি কম। পুরুলিয়ার তাপমাত্রা বৃহস্পতিবার নেমে গিয়েছিল ৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ ছাড়া, শ্রীনিকেতনে ৯.২, সিউড়ি, ঝাড়গ্রাম ও বর্ধমানে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: 'এক দেশ, এক ভোট' নীতি কার্যকর করার পথে আরও এক ধাপ এগোল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। সূত্রের খবর, সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিষয়ে বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র। 'এক দেশ, এক ভোট' চালু করার জন্য বুধবারও জোরদার সওয়াল করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ঘন ঘন নির্বাচন হওয়ার কারণে দেশের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে বিজেপি অনেক দিন ধরেই আগ্রহী। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারেও এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এই নিয়ম কার্যকর হলে সারা দেশে একসঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে মোদি সরকারের যুক্তি, এই ব্যবস্থা চালু হলে ভোট প্রক্রিয়ার জন্য যে বড় অঙ্কের খরচ হয়, তা কমে যাবে।

ভোটের আদর্শ আচরণবিধির জন্য বার বার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না এবং তার সঙ্গে সরকারি কর্মীদের উপর থেকেও ভোটার তালিকা তৈরি ও ভোট সংক্রান্ত নানা কাজকর্মের চাপ কমবে।

এই নিয়ম কার্যকর করতে অনেক দিন ধরেই একটু একটু করে পদক্ষেপ করতে শুরু করে কেন্দ্র। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা এ দেশে চালু হলে, তা কতটা বাস্তবসম্মত হবে; সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গত মার্চ মাসে কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে একই সঙ্গে একাধিক দফায় লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভোটের মতো আঞ্চলিক নির্বাচনগুলিও ওই একই সময়ে করানোর কথা বলা হয়েছে।

যদিও একসঙ্গে সব নির্বাচন করার ব্যবস্থা নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

বিরোধীদের পাল্টা যুক্তি, এই নীতি আসলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো একটি ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে বলে মনে করছেন বিরোধী নেতৃত্বরা।

সেই আবহেই এ বার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হতে পারে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল।

সূত্রের খবর, এই বিলটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের চর্চা হতে পারে; তা আঁচ করে আগাম পরিকল্পনাও সেরে নিয়েছে কেন্দ্র। তাই এটি নিয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সে ক্ষেত্রে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিলটি খতিয়ে দেখতে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠানোর কথাও ভাবছে তারা। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা করতে পারে কেন্দ্র।

'কেন্দ্রের উদ্যোগ অসাংবিধানিক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক দেশ, এক নির্বাচন ব্যবস্থাকে অসংবিধানিক বলে মন্তব্য করেছেন। এই ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। নিজের এক্স হ্যান্ডল মারফত মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশেষজ্ঞ এবং বিরোধী নেতাদের যুক্তিগ্রাহ্য উদ্বেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেএক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে তৃণমূল কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের সর্বাত্মক বিরোধিতা করবে। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে তাঁর বক্তব্য, এই বিল অসাংবিধানিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যত্ন সহকারে বিবেচনা করে এই সংস্কার করা হয়নি। দেশের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে দুর্বল করার জন্য এই সিদ্ধান্ত শাসকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী খামখেয়ালিপোনার কাছে বাংলা মাথানত করবে না। এটা স্বৈরাচারীর কবল থেকে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করার লড়াই।' তৃণমূলের সাংসদরা সংসদে সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করবে বলে জানিয়েছেন মমতা।

আত্মঘাতী সেনা জওয়ান

■ আধাসেনায় বাড়ছে আত্মহত্যা ও স্বেচ্ছাবসরের প্রবণতা। এই বিষয়ে কদিন আগেই বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রক নিযুক্ত টাস্ক ফোর্স। এর মধ্যেই উপত্যকায় সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ সেনা জওয়ান। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে ঘটনাটি ঘটেছে।

নিকেশ ৭ মাওবাদী

■ রায়পুর, ১২ ডিসেম্বর ছত্তিশগড়ে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ ৭ মাওবাদী। বৃহস্পতিবার নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের জঙ্গলে অভিযান চালায় পুলিশ ও সিআরপিএফ। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই জানান, মাওবাদীদের সঙ্গে একটানা সাত ঘণ্টা গুলির লড়াই চলে। তাতেই মৃত্যু হয়েছে নকশালপন্থীদের।

দিল্লিতেও 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'

■ নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল আপ। বাংলার লক্ষ্মীর ভান্ডারের ধাঁচে দিল্লিতে মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আপ জিতলে ভাতার অঙ্ক দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপ সুপ্রিমো।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Majumdar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Chandra Majumdar ও Lt. B. C. Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Avijit Bandyopadhyay S/o. Anil Baran Banerjee ও Abhijit Banerjee S/o. Late Anilbaran Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Arindam Banerjee ও Arindaam Banerjee S/o. Arup Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Uttam Kumar Patra ও Uttam Patra S/o. Bauri Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৬৬৩ নং এফিডেভিট বলে Md Abbas ও Md Abbash S/o. Md Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samser ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Abul ও Sk Abdul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Debjani Basumallick W/o. Anupam Bhattacharjee ও Debjani Basu Mallick W/o. Anupam Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Provash Kumar Paul S/o. Subal Chandra Paul ও Pravash Kr. Paul S/o. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Kishore Ranjan Dey S/o. Ashutosh Dey ও Kishor Ranjan Dey, Kisore Ranjan Dey S/o. A. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩৩ নং এফিডেভিট বলে Probhat Kumar Mukherjee ও Probhat Mukherjee S/o. Sankar Nath Mukherjee সাং গ্রীন ভিউ এ্যাপার্টমেন্ট, টালিখোলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯-১২-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে 13890 নং এফিডেভিট বলে আমি Babirani Biswas ও Pranoti Biswas W/o. Lt. Rangesh Narayan Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। আমার আসল নাম Babirani Biswas.

Tender

Sealed tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur–II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. DIG/08/2024-2025 & QUOTATION NO. DIG/287/ 15th CFC,** Last date of application **18.12.2024 up to 3p.m. & 19.12.2024 - 2p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-07/KGP-I/2024-25 (2nd Call),** Last date of submission **23.12.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **সায়ন্তন দাস,** পিতা- শ্রী কেশবচন্দ্র দাস, সাং- ধনদিঘী ও **যোগমায়া দাস,** স্বামী- সত্যরঞ্জন দাস, সাং- কিশোরে নগর, উভয়ের পোঃ ও থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, কাঁথি থানার অন্তর্গত কঁচুড়ি মৌজার ২৩৭নং জে. এল. ভুক্ত ৫৬৭ ও ৫৬২নং খতিয়ানের হাল ৫৯ দাগে জল ১৮২ ডেঃ এর মধ্যে উত্তরাংশে ৫৪ ডেঃ এর মধ্যে পূর্বাংশে কমবেশী ২২.৮২২ ডেঃ সম্পত্তি (যাহার উত্তরাংশে সরকারী পীচরাস্তা) ক্রয় করিবার জন্য **আহমেদ হোসেন আলি সাহ,** পিতা- মৃত সাহাদাৎ আলি সাহ ও **সাকি খাতুন বিবি,** স্বামী- আহমেদ হোসেন আলি সাহ উভয়ের সাং- গিমাগেড়্যা, পোঃ- শ্রীরামপুর, থানা- কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর মহাশয়গণের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সহ অন্য কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অদ্য হইতে আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি সহ লিখিত আকারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। অন্যথায় আমার মক্কেল আইনানুগ কোন বিষয়ে বাধ্য থাকিবে না।

ইতি- **শ্রী গৌতম কুমার নন্দ ।**
এ্যাডভোকেট,
কাঁথি মহকুমা আদালত।
Mob:- 9732552328.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই ডিসেম্বর, ২৭ শে অগ্রহায়ণ। শুক্রবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

(শহীদ বিনয় বসু র প্রয়াণ দিবস)

আমমোক্তারনামা

১) নারায়ন চন্দ্র দত্ত, ২) মদুসূদন দত্ত, উভয়ের পিতা- ৺নরোত্তম দত্ত, ৩) মনামি দত্ত, পিতা- ৺গোপাল দত্ত, ৪) মেহেন্দী দত্ত, পিতা- ৺গোপাল দত্ত, ৫) সোমা দত্ত, স্বামী- ৺গোপাল দত্ত, ৬) শ্রীমতি শোভারানী দত্ত, স্বামী- শ্রী সত্যচরণ দত্ত, ১ থেকে ৬ সকলের সাং ও পোঃ- বালিগোড়ী, থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪১০, ৭) শ্রীমতি ইভা লাহা, স্বামী- শ্রী তারক চন্দ্র লাহা, সাং-৪৬/৩ বেচারাম চ্যাটার্জ্জী রোড, থানা-বেহালা, কোলকাতা-৩৪ উক্ত ব্যক্তিগণ ইংরাজী ২৮/ ০৬/ ২০১৭ তারিখে তারকেশ্বর এ্যাঃ ডিঃ সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০০৬৫/২০১৭ নং আমমোক্তার দলিলমূলে ১) শ্রী পার্থ সাহা, পিতা- ৺কালী পদ সাহা, সাং ও পোঃ- বালিগোড়ী, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, ২) শ্রী তাপস চ্যাটার্জ্জী, পিতা- ৺সত্যধন চ্যাটার্জ্জী, সাং- জয়নগর, পোঃ- শ্যামপুর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, ব্যক্তিগণকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উক্ত আমমোক্তার দলিলে তপশীল সম্পত্তির পরিচয়-এ হাল ৫৩১ নং দাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভুলবশত **'নরোত্তম দত্ত মহাশয়ের নাম বরাবর এল.আর. ২৮৮ (দুই শত অষ্টাশি) খতিয়ান ভুক্ত'** ইহা লেখা হইয়া যায় কিন্তু বর্তমানে যাহা প্রসাদ বালা দাসী-র নাম বরাবর ৩৮৪ নং খতিয়ান ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোনওরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ০১(এক) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা ও এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস তাকেশ্বর সামিল মৌজা-বালিগোড়ী গ্রামের জে.এল. নং ৫৩, সাবেক দাগ-২৬৮, হাল ৫৩১ নং দাগে শালি জমি ১ আনা. শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রী চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, **গোলক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, নিমাই কৃষ্ণ চক্রবর্তী,** সর্বপিতা- ৺অমিয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, **শীলা ভট্টাচার্য্য,** স্বামী-সুকুমার ভট্টাচার্য্য, **সবিতা ভট্টাচার্য্য,** স্বামী- তড়িৎকান্তি ভট্টাচার্য্য, **সুমিতা মাজী,** স্বামী- অজিত মাজী, **মৌসুমী আচার্য্য,** স্বামী-লক্ষীকান্ত আচার্য্য, **মহুয়া আচার্য্য,** স্বামী-অবনী আচার্য্য, পূর্নিমা চক্রবর্তী, স্বামী-৺অলোক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, **প্রতিমা হাজরা, অপরাজিতা ব্যানার্জ্জী,** স্বামী- দেবাশীষ ব্যানার্জী, **সুবিল কুমার মজুমদার,** পিতা-৺সুশীল মজুমদার, **সঞ্জয় মজুমদার,** ও **সুজয় কুমার মজুমদার** উভয় পিতা- সুবিল মজুমদার, **সুজাতা চক্রবর্তী,** স্বামী- অভিজিত চক্রবর্তী-এর পক্ষে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ইং- ২২.১০.২০১৯ তারিখের Book-IV-330 এবং ইং-০৫.০৫.২০২২ তারিখের Book-I-4747 নং আমমোক্তারনামা মূলে **চন্দন কুমার গুপ্তা,** পিতা- রূপচাঁদ গুপ্তা, আমার মক্কেল **বুরোলু বর্ষা রাও,** পিতা-বুরোলু নেলসন পাল রাও-কে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ৫৬১৮/২০২৪ নং দলিল মূলে মৌজা- মীরপুর, জে.এল.নং-২৪০, দাগ নং- ৩৫৮ এর ৫.৩৮ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

অরুন সাঁতরা (এ্যাডভোকেট),
জর্জ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর,
F-3519/3149/2022, ফোন-৭৪৩২৮৮২৪০১

NOTICE

ALL THAT piece and parcel of Land measuring an area 2 (Two) Cottah 8 (Eight) Chittack, demarcated as Plot, lying and situated at Mouza-Surjyapur, J. L. No. 14, containing in R.S. and LR. Dag No.93, under LR. Khatian No. 202, within the limits cf Sewli Gram Panchayet, under Police Station Titagarh, District - North 24 Parganas owned and possessed by one Sri Bimal Chandra Santra S/o. Lt. Gourmohan alias Gourhari Santra, and thirteen others of Suryapur, P.S. Titagarh, North 24 Parganas and have executed Power of Attorney, being Nos. IV-15050584/ 2012 and IV-15050758/2012, wherein they have appointed Md. Yusuf, S/o. Late Md. Nasiruddin of Madhya Ruiya, P.S. Khardah, North 24 Parganas, Kolkata -700119. It is the fact of the declaration that my client, Smt. Sumati Halder w/o. Late Chitta Halder of Paschim Surjyapur, P.S. Titagarh, Dist. North 24 Parganas has purchased the same from the aforesaid owner through a registered Deed of Sale, being No. 150505937 /2023 executed by the above mentioned attorney, on behalf of Sri Bimal Chandra Santra and Others. If the Vendors have any claim, objection in connection of the sale, please lodge the objection, claim with the B.L. & L.R. Barrackpore-II, within 15 days from the publication of this notice.

s/d.
Sudhanshu Sarkar
Advocate, Barrackpore Court
Mob. 9748638456

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অ্যাকাউন্ট লেনদেন সুরক্ষিত রাখতে নির্দেশিকা জারি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক ট্যাবকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য অর্থ দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি লেনদেন সুরক্ষিত রাখতে ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি করল। এবার থেকে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার আগে কাগজের নথিতে নয়, অনলাইনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাই করা হবে বলে ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এই যাচাইয়ের কাজ করবে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাই করে তবেই সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া যে কোনও উপভোক্তাকে তাঁর তথ্য দু'বার করে অনলাইনে পাঠাতে হবে, যাতে তাঁর নাম, ফোন নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য ভুল হলে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। একইসঙ্গে, উপভোক্তার দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাজ্যের কোনও শাখার ঠিকানার হতে হবে। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক উপভোক্তার নিজের নামেই সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। প্রত্যেক উপভোক্তাকেই দপ্তরের তরফ থেকে টাকা জমা পড়ল কি না সে সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য এসএমএস অ্যালার্ট চালু করতে হবে উপভোক্তাদের জন্য। সম্প্রতি ট্যাবের টাকা গায়েব হওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। পরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রায় ১৯০০ জনের ট্যাবের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছিল। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টির সঙ্গে জামতারা গ্যাংয়ের যোগের বিষয়ের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সেসব পর্ব এখন অতীত। আগামী দিনে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে তা অন্য কোথাও না চলে যায়, জালিয়াতরা যাতে সরকারি পরিষেবার ফাঁকফোকরের সুযোগ না-নিতে পারে, সেজন্যই ১৬ দফা নির্দেশিকা দিয়ে সমস্ত দপ্তরকে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলল অর্থ দপ্তর ।

রেশন দুর্নীতি রুখতে চলবে নিয়মিত অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বিতরণে কোনও রকম অনিয়ম হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এবার খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা নিয়মিত রেশন দোকানে অভিযান চালাবে। রেশন সামগ্রির মান ও ওজন নিয়ে সাম্প্রতিক কালে একাধিক অভিযোগ ওঠায় খাদ্য দফতর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু করা হলেও বহু ডিলার গ্রাহকদের দুয়ারে গিয়ে সামগ্রী দিচ্ছিলেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। সেজন্য সব যায়গায় সপ্তাহে দু'দিন দুয়ারে রেশন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলেও দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রেশন সামগ্রীর ওজন মাপতে অনেক জায়গায় খাদ্য দপ্তরের 'পস মেশিন' বন্ধ রেখে সাধারণ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে জিনিস দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকী ওজন মাপার যন্ত্রের পরিবর্তে বহু জায়গায় ইট-বালি-পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি কয়েকটি জেলা থেকে এমন অভিযোগ এসেছে। তারপরই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসছেন কর্তারা। রেশনে দুর্নীতি ধরতে এবার ডিলারদের দুয়ারে আচমকা হানা দেবেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম এলাকায় এরকমই একটি ঘটনা সামনে এসেছে। সেখানে উপভোক্তাদের রেশন সামগ্রীর পরিবর্তে দীর্ঘদিন ধরে ডিলার স্লিপ দিয়ে হয়রানি করতেন বলে অভিযোগ। এমনকী ওজন যন্ত্রে ইট, বালি, পাথর রেখে দিনের পর দিন তিনি রেশন সামগ্রী ওজন করতেন বলেও অভিযোগ। গত সপ্তাহে এর প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। যদিও অভিযোগ মানতে চাননি ডিলার। এ ব্যাপারে অভিযোগ পৌঁছেছে জেলা খাদ্য নিয়ামক সুব্রত নন্দীর কাছে। সূত্রের খবর, ঘটনার তদন্তে নেমে খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, শুধু ওই একজন নয়, আরও কিছু ডিলারের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ রয়েছে।রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই অসাধু ডিলারদের খোঁজে এবার হানা দেবেন আধিকারিকরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বিবাহ উৎসব কালেকশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এল 'শুভ বিবাহ উৎসব' কালেকশন। আগামী ১৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে।

'শুভ বিবাহ উৎসব' নামাঙ্কিত ভারতীয় ঐতিহ্যের এই উদযাপন ২০০৯ সালে আগরতলায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সাফল্যের সঙ্গে সূচনা করে। পরে কলকাতার কয়েকটি প্রধান আবাসন ও বিশিষ্ট সামাজিক ক্লাবও এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় ঐতিহ্যের উদযাপন করা ও বিয়ের মরসুম উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিয়ের গয়নার নতুন সম্ভার নিয়ে আসা। এই বছর সোনা এবং হিরের বিয়ের গয়নার এক সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রহ নিয়ে আসা হয়েছে। যা শুধুমাত্র বিয়ের মরসুমের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন এবং কারুকাজ করা হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারেও গ্রাহকদের জন্য লাকি ড্র, উপহার আর বিশেষ আকর্ষণীয় অফারও রাখা হয়েছে। সোনার গয়নার প্রতি গ্রাম মজুরিতে রয়েছে ৩৭৫ টাকা ছাড়। হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে রয়েছে ৭৫ শতাংশ ছাড়। প্রতি কেনাকাটায়ও আছে নিশ্চিত উপহার ।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আসলে ভারতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান হল একটি পরম্পরা ও আবেগ। এর সঙ্গে জুড়ে থাকে এক অদ্ভুত রোমান্টিসিজম। সকলের কাছেই বিয়ের এক আলাদা অনুভূতি রয়েছে। এজন্যই আমাদের এই প্রয়াস।' সংস্থার আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন,'২০০৯ সালে আগরতলা শাখায় একটি ইন-স্টোর উপস্থাপনা দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। এই উৎসব এখন একটি বার্ষিক উদযাপন হয়ে উঠেছে।' 'শুভ বিবাহ উৎসব' অফারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ত্রিপুরার আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর শোরুম ছাড়াও কলকাতার সব (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শোরুমেও চলবে।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা আয়োজিত 'একবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষা-নয়া শিক্ষা নীতি ২০২০-র সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ ও বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব বিনোদ কুমারের হাতে একটি স্মারক উপহার তুলে দেন এমসিসিআই -এর সভাপতি অমিত সারাওগি।

'ওয়ান ন্যাশন, ওয়ান ভোট' নীতি নিয়ে আশঙ্কা স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক নির্বাচন নীতি কার্যকর করার পথে হাঁটলেও তা সাংবিধানিক বৈধতা পাবে কিনা তা নিয়ে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন। বিধানসভা ভবনে বৃহস্পতিবার এবিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার

অনেকদিন ধরেই তলায় তলায় এই বিষয়টি নিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি এত সহজে নিষ্পত্তি হবে না বলে তিনি মনে করেন।বলে মনে করেন অধ্যক্ষ। বিমানবাবুর কথায়, "২ বছর আগে অল ইন্ডিয়া স্পিকার কনভেনশনে গিয়েছিলাম। লোকসভার, রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। সেদিন ওরা একটা রেজুলেশন এনেছিলেন, ঠিক এই 'ওয়ান ন্যাশন ওয়ান ভোটে'র আদলে। লোকসভার স্পিকারকে আমি তখনই ওই কথা বলি, উনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে মিস লিড করছেন। আমাদের এরকম কোনও পরিকল্পনা নেই। অথচ আমি দু'বছর আগে ঠিক এই আশঙ্কাটাই প্রকাশ করেছিলাম।" প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে এই প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে। বুধবার কোবিন্দ বলেন, তএক দেশ, এক ভোট উদ্যোগ একেবারেই জাতীয় স্বার্থে, এটি কোনও নির্দিষ্ট দলের জন্য নয়। তিনি এও বলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে দেশের জিডিপি ১ থেকে ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। কোবিন্দর এই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বলেন, 'জানি না সংবিধান থেকে এই বিল কতটা অনুমোদন পাবে। যারা সংবিধান বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তাঁরাই এই বিষয়টা নিয়ে বলতে পারবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, আদালত আছে, বিষয়টা অনেকদূর গড়াবে।'

তিরিশ বছর পরেও নেই স্টেশনে ঢোকার রাস্তা, অগত্যা লাইন ধরেই ঝুঁকির যাতায়াত নিত্যযাত্রীদের

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: আস্ত একটি স্টেশন, যদিও নেই সেই স্টেশনে ঢোকার রাস্তা। নামে স্টেশন হলেও নেই পর্যাপ্ত ও সঠিক প্রবেশ পথ, প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালে কোনও এক ভূতুড়ে স্টেশন বলেই মনে হয়। উপায় নেই বলেই অগত্যা দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রেল লাইন দিয়ে হেঁটে পৌঁছাতে হয় স্টেশনে। টিকিট কাটতে। যাত্রী সুরক্ষা, লাইন ধরে যাত্রীদের হাঁটা-চলা বন্ধ করতে দেশ জুড়ে, রাজ্য জুড়ে সচেতনতার কর্মসূচি পালন করলেও, হাওড়ার এই স্টেশনকে যেন কার্যত ভুলেই গেছে ভারতীয় রেল।

হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের ঝালুয়ারবের পার হয়ে বড়গাছিয়ার আগেই আসে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দক্ষিণদাঁড়ি রেল স্টেশন। স্টেশনে টিকিট কাউন্টার, নামের ফলক থাকলেও নেই স্টেশনে ঢোকার কোনও সুব্যবস্থা। জনবসতি থেকে প্রায় ৭-৮ ফুট চড়াই পেড়িয়ে রেল লাইন ধরে হেঁটেই ঢুকতে হয় স্টেশনে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই সমস্যার কোনও সমাধান তারা পান নি।

হাওড়া স্টেশন থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এই স্টেশনটি। পরিস্থিতি এমনই, সন্ধ্যা ৭টা বাজলে এই স্টেশনে কেউ আসেন না। টিকিট কাউন্টারও বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যদিন ওই এলাকার পাওয়ার হাউজে কর্মরত গৌতম দাস জানান, 'আমি দশ বছর ধরে এখানে কর্মসূত্রে আসছি। এখানে স্টেশন থাকলেও ঢোকার রাস্তা নেই। সকলকেই লাইনের উপরে হেঁটে যেতে হয়। এতে অনেক সময় পিছন থেকে ট্রেন চলে আসার ঘটনাও ঘটে। বহুদিন ধরে রাস্তা তৈরির কথা শুনলেও কিছুই হয় নি।' স্থানীয় বাসিন্দা তাপসী মন্ডল বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ, চাষবাস করে দিন চলে। ট্রেনে আমতায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাই। এই স্টেশনে কোনো রাস্তা নেই। নিচ থেকে হেঁটে উঠতে খুব কষ্ট হয়। বয়স হয়েছে, এই পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে খুবই কষ্ট হয়। এখানে একটা রাস্তা হলে টিকিট কেটে স্টেশনে চলে আসতে পারব, এতে সকলের উপকার হবে।

যদিও এই বিষয় নিয়ে ওই স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি যথেষ্টই অসহযোগিতা ও দুঃব্যবহার করেন। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কাজের জন্য রেলের আধিকারিকরা এখানে এলেও স্টেশনের জন্য রাস্তার সমস্যা সমাধানের কোনও সমাধান তারা পান নি। যদিও কিভাবে এই সমস্যা মিটবে এখন সেটাই বড় প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার

দুর্ঘটনা রুখতে বাসের গতিবিধির উপর নজর রাখবে বিশেষ অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেপরোয়া বাসের রেষারেষি আটকাতে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসাবে পরিবহণ দপ্তর একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ তৈরির কথা জানিয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে এই মোবাইল অ্যাপ তৈরি করছে। সেই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বাসের যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য, গতিবেগ সহ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বাস চালককে নিজেদের মোবাইলে বাধ্যতামূলক ভাবে এই উন্নত প্রযুক্তির অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বাস চালকের নাম, ফোন নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর সবই অ্যাপে যুক্ত করা হবে। বাসটি নির্দিষ্ট গতিবেগ অতিক্রম করলেই অ্যাপের মাধ্যমে চালকের মোবাইলে সতর্ক বার্তা পাঠানো হবে । চালক তা না মানলে বাসের মালিক এবং পরিবহণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা বিপদ সংকেত পাবেন। তারপরও চালক যদি গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ না করেন তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

গত নভেম্বরে সল্টলেকে দু'টি বাসের রেষারেষিতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রের। মায়ের সঙ্গে স্কুটিতে চেপে স্কুল থেকে ফিরছিল শিশুটি। ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সব পক্ষকে নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীকে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দফায় বৈঠকও হয়। সেখানেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, বাসের রেষারেষি বন্ধে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। বৈঠকে ছিলেন পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন, আইজি ট্রাফিক (পশ্চিমবঙ্গ পুলিস) সুকেশ জৈন-সহ বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সেখানেই পথ দুর্ঘটনা রুখতে বেপরোয়া বাস চালকদের ওপর নজরদারির জন্য এই অ্যাপ নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। বস্তুত, বাসের রেষারেষি বন্ধে ইতিমধ্যে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। শহরের সব রাস্তায় স্পিড ব্রেকার, সিসিটিভি নজরদারি, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় বাড়তি ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট চালকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে রাজ্য।

দু'বছরের শিশুকে ধর্ষণ, ডিজি মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটপাথবাসী বাবা-মায়ের চোখের সামনে দু'বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ। কলকাতার বড়তলা থানার অন্তর্গত বিডন স্ট্রিটের এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে শহরের নারী নিরাপত্তা। এবার এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। শহরের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল ন্যাশানাল হিউম্যান রাইট কমিশন অফ ইন্ডিয়া-র তরফে। এরই পাশাপাশি রিপোর্ট পাঠাতে বলা হল ডিজি ও মুখ্যসচিবকে। এই প্রসঙ্গ টেনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, কলকাতার মতো শহরে এই ঘটনা সত্যি হলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। সমাজ বিরোধীরা নির্ভয়ে অসামাজিক কাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে হবে ডিজিকে। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জানাতে হবে এই নিয়ে মামলা হয়েছে কি না। শিশুটির শারীরিক অবস্থা কী,পরিবারকে কী কী সাহায্য করা হয়েছে জানাতে হবে তাও।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ফুটপাথবাসী মা-বাবার সঙ্গে ঘুমিয়েছিল ওই শিশুটি। অভিযোগ, তাঁদের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় বড়তলা থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। শিশুর গোপনাঙ্গে মেলে ক্ষতচিহ্নও। সেই ঘটনাতেই এবার তৎপর মানবাধিকার কমিশন।

ঠিকাদার সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্তির হুঁশিয়ারি রাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে সংস্কারের কাজ খতিয়ে দেখতে এসে ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন স্থানীয় বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। ধীর গতিতে সংস্কারের কাজ চলায় ক্ষোভ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারলে নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। বিধায়ক ছাড়াও এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত। হাজির ছিলেন, হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় গুহ-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, বিধায়ক তহবিলের অর্থে বহুদিন ধরেই বিএন বসু মহকুমা হাসপাতাল সংস্কারের কাজ চলছে। সেই কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলায় এদিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। হাসপাতালের কাজ পরিদর্শন শেষে বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী বলেন, 'এখানে জায়গায় অভাব রয়েছে। জায়গা থাকলে আরও উন্নয়ন করা যেত।' তাঁর আক্ষেপ, 'উন্নয়নের কাজ খুব ধীরে গতিতে চলছে। নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থা জুন-জুলাই পর্যন্ত সময় নিয়েছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'সময়মতো কাজ সমাপ্ত না হলে ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।' অপরদিকে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, 'এই হাসপাতাল বহু বছর সংস্কার করা হয়নি। তাই সংস্কার করা হচ্ছে। তবে নতুন বিভাগ খোলা কিংবা বেড বাড়ানোর ক্ষেত্রে নির্মীয়মাণ কাজ করতেই হবে। ট্রমা কেয়ার ইউনিট করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। তাছাড়া কিছু অফিস অন্যত্র সরিয়ে জায়গা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আফসারের জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন খারিজ, সন্দীপ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় আরজি করে রাজত্ব চালাতেন আফসার, দাবি সিবিআইয়ের আরজি কর দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আফসার আলির জামিনের আবেদন খারিজ করল আলিপুরের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। এই মামলায় সওয়াল-জবাব চলাকালীন আফসারের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত।

সরকারি কর্মী না হয়েও সন্দীপ ঘোষের দেহরক্ষী আফসার আলির অবাধ বিচরণ ছিল আরজি কর হাসপাতালে। সৌজন্যে ছিলেন সন্দীপ ঘোষ। আর এই আফসার আলির বেনামে থাকা সংস্থাকে হাসপাতালের সব উন্নয়নের কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। যার বিনিময়ে সন্দীপের কাছে আসত মোটা টাকা। আফসারকে ক্যাফে ও বাইক পার্কিং-এর বরাত পাইয়ে দেওয়া আর তার জন্য 'কাটমানি' নিতেন খোদ সন্দীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার আদালতে সন্দীপের দেহরক্ষী সম্পর্কে এমনই তথ্য দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন দাবি করেন, সন্দীপ ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কার্যত রাজত্ব চালাতেন আফসার। আরজি কর মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আফসার আলিকে। তাঁর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, সেই ব্যাখ্যাও রয়েছে চার্জশিটে। এছাড়াও আফসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নথি জাল করে টেন্ডার পেয়েছিল আফসার আলির বেনামি সংস্থা। সন্দীপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। পার্কিং-এর টাকা যে সন্দীপ ও আফসারের কাছে যেত, সেটাও জানিয়েছেন মামলার এক সাক্ষী। এদিকে, আফসার আলির আইনজীবী জামিনের আবেদন করে দাবি করেন, মামলা করা হয়েছে জালিয়াতির ধারায়, কিন্তু নথিতে তা দেখা যাচ্ছে না। জেলে গিয়ে জেরাও করা হয়নি বলে দাবি। আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাইক পার্কিং থেকে টাকা কামানোর। যদি তাই হয় তাহলে সেই টাকা কোথায় পাওয়া গেল প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। একইসঙ্গে প্রশ্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কেন পাওয়া যায়নি এই টাকা। এদিকে দুটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া যে অভিযোগ করেছে সিবিআই, সেই নথি পাওয়া যায়নি বলে দাবি আফসারের। তাঁর আইনজীবী জানান, আফসারকে স্বাস্থ্যভবন নিয়োগ করেছিল অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে। সন্দীপ ঘোষের ব্যক্তিগত রক্ষী ছিলেন না তিনি। তবে কাজের সূত্রে যোগাযোগ ছিল। আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রমাণ সিবিআই-কে দিতে হবে বলে দাবি করেন তিনি। এর পাশাপাশি আফসার আলিকে কে নিয়োগ করেছিল, তা জানতে চান বিচারক।

পর্নোগ্রাফি ছড়ানোর মামলায় রাজ্য পুলিশের গাইডলাইন চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পর্নোগ্রাফি ছড়ানোর মামলায় রাজ্য পুলিশের তদন্তের গাইডলাইন সম্পর্কে এবার জানতে চায় আদালত। এই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি'র কাছে রিপোর্টও তলব করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে। আদালত সূত্রে খবরও মিলছে, আগের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ফের ডিজি-র রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর,

গোটা রাজ্যে এমন পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত কত মামলা আছে, আদালত তারও রিপোর্ট তলব করেছে। এক সপ্তাহ পরে ফের রিপোর্ট দিতে হবে ডিজি-কে। রাজ্যে পর্নোগ্রাফি ছড়ানোর মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের ডিজিকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার । সেই রিপোর্টে রাজ্য জানিয়েছে, সাইবার ক্রাইম থানাগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণ কীভাবে দেওয়া হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

আর এবার নদিয়ার মুরুটিয়ার থানার একটি মামলায় ডিজি-র রিপোর্ট তলব করা হল। কৃষ্ণনগর সাইবার থানার তদন্তের ত্রুটি ধরা পড়েছে ওই মামলায়। সেই মামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানতে চান, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে তদন্তে কী কী তথ্য উঠে এসেছে তা নিয়ে। সঙ্গে এও জানতে চান, সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারী কোন পথে এগিয়েছেন সে ব্যাপারেও। এবার এই তথ্যই দেখতে চায় হাইকোর্ট।

নিউটাউন থানার আইসিকে সরানোর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউন এলাকায় প্রোমোটারের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলায় নিউটাউন থানার আইসির ভূমিকায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন তিনি স্পষ্টই জানান, 'অবিলম্বে এই আইসি-কে সরানো হোক।' সঙ্গে এও বলেন, 'না সরানো হলে আমি পদক্ষেপ করব। আমি দেখতে চাই, এই পুলিশ অফিসারের পিছনে কার হাত আছে।'

নিউটাউনের মতো জায়গা, যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আনার চেষ্টা চলছে। বিনিয়োগকারীদের আনার চেষ্টা চলছে, তথ্য প্রযুক্তি হাবকে আরও মজবুত করার চেষ্টা চলছে, সেখানে এই ধরনের পুলিশ অফিসার কেন দায়িত্বে আছেন এদিনের শুনানিতে সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য কি নিজেই নিজের সম্মানহানি করতে চাইছে?'

এখানেই শেষ নয়, এই পুলিশ অফিসারের আগের রেকর্ড সম্পর্কেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন শুনানি চলাকালীন বলেন, 'এই অফিসার যখন বাগুইআটি থানায় ছিলেন, তখন দুই শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়। দু'দিন পরে দেহ উদ্ধার হয়। এই অফিসার কিছুই করেননি বলে অভিযোগ ওঠে। তিনটি গাড়ি একদিনে চুরির অভিযোগেও একইভাবে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল।' এদিকে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, পুলিশ কমিশনার নিজে ডেকে এই আইসি-কে সতর্ক করেছে। এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, এতদিন পরে শুধু সতর্ক করা হল! সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, এই অফিসারের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে রাজ্য, তা জানাতে হবে পরবর্তী শুনানিতে। আগামী ১০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে আমেরিকায় প্রেমিকের কাছে পাড়ি প্রেমিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকায় প্রেমিকের কাছে প্রেমিকাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। টানা ২ বছর অপেক্ষার পর বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর আমেরিকা পাড়ি দেবেন প্রেমিকা। একইসঙ্গে ৪ সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ।

সমস্যার সূত্রপাত, প্রেমিক থাকেন আমেরিকায় আর প্রেমিকা ভারতে। বিহারের ভাগলপুরে বাড়ি প্রেমিকের। আমেরিকায় থাকা অবস্থাতেই প্রেম। বর্তমানে প্রেম পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে তা বাগদানে পৌঁছেছে। বাগদত্তার কাছে যেতে চেয়ে আবেদন করেও প্রেমিকা ব্যর্থ হন। প্রতিবন্ধক হিসেবে সামনে দাঁড়ায় বেনিয়াপুকুর থানায় একটি চুরি, মারধরের ঘটনায়। কারণ তাতে অভিযুক্ত হয়ে পড়েন প্রেমিকা। পুরনো ২০২৩ সালের মামলা ঘিরেই আটকে যায় বিদেশযাত্রা। এদিকে আবার এই মামলার বিচার শুরু হয়নি।

প্রতিবাদে মিছিল আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আদালতেও ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশ ইস্যুর আঁচ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের উপর লাগাতার অত্যাচারের প্রতিবাদে এক মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়াণ আইনজীবী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা (সদর) তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট আইনজীবীরা। আর এই মিছিল থেকেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ ও চিন্ময়ের দ্রুত মুক্তির দাবিতে সরব হন আলিপুর আদালতের আইনজীবীদের একাংশ। এরই পাশাপাশি বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরে মৌন মিছিল করে আইনজীবীরা সাফ জানিয়েছেন, এভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার মেনে নেওয়া হবে না। বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনূস সরকারের কাছে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ইসকনের সন্ন্যাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, বিচারের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তবে দেশের মধ্যে প্রথম আলিপুর পুলিশ কোর্টের আইনজীবীদের এমন পদক্ষেপ প্রথম।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম জেলে বন্দি হিন্দু সাধু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনের শুনানি এগিয়ে আনতে চেয়ে বুধবার জেলা আদালতে সওয়াল করতে পারেননি রবীন্দ্র ঘোষ। জানা যায়, শুনানি চলাকালীন বিএনপি ও জামাতপন্থী আইনজীবীরা এজলাসে ঢুকে তুমুল হইহট্টগোল শুরু করেন। চিন্ময়ের জামিনের আর্জির বিরোধিতা করে স্লোগান ওঠে। হট্টগোলের মধ্যে আদালতের কাজ পণ্ড হয়ে যায়।

পাসপোর্টের নথি যাচাইয়ে এসে টাকা আদায়ে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটিতে পাসপোর্টের জন্য নথি যাচাইয়ে আসা আবেদনকারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বৃহস্পতিবার হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক মাঝবয়সী। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম প্রদ্যুৎ বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, নৈহাটি থানার গরিফা তালতলা এলাকায় পাসপোর্ট নথি যাচাইয়ের জন্য ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসবি অফিস রয়েছে। এদিন ধৃত ব্যক্তিকে আবেদনকারী একজনের কাছ থেকে টাকা নিতে দেখা যায়। সেই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি হতেই প্রথমে তিনি নিজেকে এসবি অফিসের কর্মী বলে পরিচয় দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে ওই এস বি অফিসের অস্থায়ী কর্মী বলে দাবি করেন। যদিও টাকা নেওয়ার কথা ধৃত ব্যক্তি ক্যামেরার সামনে স্বীকারও করে নেন। এসবি অফিসে নথি যাচাইয়ে আসা মানুষজনের কাছ থেকে ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে টাকা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অবশেষে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। ধৃত প্রদ্যুৎ বিশ্বাস জানান, তিনি ১৮-১৯ বছর ধরে ওই অফিসে কাজ করছেন। কিন্তু পাসপোর্ট আবেদনকারীদের কাছ থেকে কেন টাকা নিচ্ছেন, তা নিয়ে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন।

রেলের 'জমি ভরাট'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে দেদার পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। এবার রেলের জমি ভরাটের অভিযোগ উঠল হালিশহর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগরে। অভিযোগ, জনতা হিন্দী প্রাইমারি স্কুলের সন্নিকটে রেলের মজে যাওয়া একটি জলাশয় ইতিমধ্যে প্রায় ভরাট হয়ে গিয়েছে। ভরাট হওয়া অংশে পুরসভার ময়লা আবর্জনা অপসারণের গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজও গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদ প্রসাদ জানান, 'রেলের জলাশয়টি মজে গিয়েছে। তাই সেটাকে ভরাট করে পুরসভার গাড়ি রাখার জায়গা করা হচ্ছে। তাছাড়া বাচ্চাদের খেলার জায়গা নেই। ওখানে একটি শিশুদের জন্য পার্কও গড়ে তোলা হবে।' এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর লীলা সাহার দাবি, 'ওটা রেলের জমি। কিন্তু আশপাশের লোকজন যাতে ওই জায়গা দখল করতে না পারে, সেইজন্য ওখানে পুরসভার গাড়ি রাখার গ্যারেজ গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া এলাকার বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য একটি উদ্যানও গড়ে তোলা হবে।' তবে এভাবে কি রেলের জমি ভরাট করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারলেন শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলর।

দোকানে 'অগ্নিসংযোগ': রাতের আঁধারে একটি চায়ের দোকান আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘোলা থানার সোদপুর মুরাগাছা চড়কতলার ঘটনা। অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে কেউ চায়ের দোকানটি পুড়িয়ে দেয়। উক্ত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা পায়ে হেঁটে এসে দোকানে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যে জাল বিস্তার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা শাখার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুলাই মাসের আন্দোলনের আগেই এ রাজ্যে ঢুকে পড়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরির! আর তারা ঢুকেছে বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে বৈষ্ণবনগরে যায় ২ জঙ্গি।

একইসঙ্গে গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ছাত্র পরিচয় দিয়ে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ২ জঙ্গি ঢুকে পড়েছিল ভারতে। জঙ্গিদের নাম আমির ওরফে সাব্বির ও রিদওয়ান মারুফ। সূত্রের খবর, ওই ২ জঙ্গি বৈষ্ণবনগরের এক যুবকের বাড়িতে যায়। বৈষ্ণবনগরের একাধিক এলাকাতেও যায় তাঁরা। বেশ কয়েকটি বৈঠক করে দু'জন। এর পর তারা বৈষ্ণবনগর থেকে চলে যায় ধুলিয়ানে। সেখানেও গ্রামের যুবকদের নিয়ে বৈঠক করে দু'জন। তদন্তে জানা গিয়েছে, ২ জঙ্গিই রাজশাহীর বাসিন্দা। রিদওয়ান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমির ওরফে সাব্বির হিজবুত তাহরিরের পুরনো সংগঠক এবং নেতা। ৩০ মে তারা চলে গেলেও বৈষ্ণবনগর ও ধুলিয়ানে তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। এমন তথ্যও উঠে এসেছে গোয়েন্দা রিপোর্টে।

সূত্রের খবর, হিজবুত তাহরিরের ওই ২ সদস্য হাত মেলায় আরেক নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সদস্যের সঙ্গে। বৈষ্ণবনগরে যার বাড়িতে দুই জঙ্গি এসেছিল, সেই যুবকের সঙ্গেও সিমি-র পুরোনো যোগ খুঁজে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তদন্তে ওই যুবক জানিয়েছে, ধুলিয়ানে তার মামার বাড়ির গ্রামে ওই ২ জনকে নিয়ে গিয়েছিল সে। সামাজিক মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আলাপ বলে দাবি বৈষ্ণবনগরের যুবকের। খিলাফত ও ইসলাম চর্চা নিয়ে ওই ২ জঙ্গির সঙ্গে আলোচনা হয় বলে দাবি মালদার যুবকের। মালদা এবং ধুলিয়ানের একাধিক যুবকের কার্যকলাপ তখন থেকেই গোয়েন্দাদের নজরে।

গোয়েন্দাদের আরও দাবি, এই দুই যুবক ছাড়াও আরও কয়েকজন সম্প্রতি এই সমস্ত এলাকায় খিলাফত নিয়ে বৈঠক করেছে। গোয়েন্দাদের জোরালো সন্দেহ, এই এলাকাগুলোয় সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করছে নিষিদ্ধ হিজবুত তাহরির। এই তথ্য সামনে আসতেই উদ্বেগ বাড়তে গোটা বাংলাজুড়েই।

সম্পাদকীয়

এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প, যার ভিত্তিই হল হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণ

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না প্রবাদবচন। তেমনই একটা ছল হল কোনও একটা ধারণাকে বেছে নিয়ে, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়া। এখন যাখালি চোখে দেখা যাচ্ছে মসজিদ, সুদূর অতীতে তা ছিল মন্দির; এ-হেন প্রচার এখন তেমনই এক ছল, যেমন হল সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে। কয়েকশো বছরের প্রাচীন, ভারত সরকারের নথিতে 'ন্যাশনাল মনুমেন্ট' হিসাবে স্বীকৃত সম্ভল শাহি জামা মসজিদ আসলে দূরতর অতীতের হরিহর মন্দির; এই দাবি নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে স্থানীয় নিম্ন আদালতে। মামলা দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আশ্চর্য দ্রুততায় কমিশনার নিয়োগ করে মসজিদে সমীক্ষাও হয়েছে, তা ঘিরে পরে অশান্তিতে প্রাণও গিয়েছে কয়েক জনের। অতঃপর সুপ্রিম কোর্টে মসজিদ কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে সমীক্ষায় স্থগিতাদেশ এসেছে, সঙ্গে নানা নির্দেশ মসজিদ চত্বরে যেটুকু সমীক্ষা হয়েছে তা মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে, সমীক্ষার রিপোর্ট আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসবে না, এই সময়ের মধ্যে মসজিদ কমিটিকে ইলাহাবাদ হাই কোর্টে আবেদন করতে হবে, হাই কোর্টকেও সমীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে হবে, ইত্যাদি। একদা যে পথে হেঁটেছে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ, এখনও হাঁটছে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগা বা মধ্যপ্রদেশের কামাল-মওলা মসজিদ, সম্ভলও হয়তো সেই পথেই এসে পড়ল; এমন ধন্দ জাগা অমূলক নয়। মসজিদের জায়গায় এক সময় মন্দির ছিল অতএব তা ফেরত দিতে হবে, এই ধুয়ো তুলে আদালতে এক বার মামলাটি করে ফেলতে পারলেই হল, আইন-আদালতের জটিল প্রক্রিয়ায় একটা লম্বা সময় কেটে যাবে, এবং গোটা সময়টা জুড়ে এই বিষয়কেই করে তোলা হবে রাজনীতির অস্ত্র; ক্রমাগত তাকে জিইয়ে রেখে, সময়ে সময়ে তুলে দেখানো হবে গল্পের কুমিরছানার মতো। এ আসলে এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প, যার ভিত্তিই হল হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণ। মন্দির ও মসজিদকে আদালতে লড়িয়ে দেওয়া, বিষয়টিকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে জনজীবন ও সমাজমাধ্যমকেও অশান্ত করে তোলা এই বিভাজনতন্ত্রের পরিকল্পিত কৌশল।

শব্দবাণ-১৩০

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. গোপন কথাবার্তা ৩. বাসস্থান পরিবর্তন ৬. কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য বেঁধে দেওয়া সময় ৭. বিকৃতি, বিকার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ইতিহাসখ্যাত এক পর্যটক ২. গুরুতুল্য ৪. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত ৫. দম্ভপূর্ণ।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৯

পাশাপাশি: ১. সমস্যা ২. টিপুনি ৫. কপিল ৮. দামিনী ৯.অসৃক।

উপর-নীচ: ১. সমিতি ৩. নিতম্ব ৪. ব্যাপিকা ৬. জেয়াদা ৭. পথিক।

জন্মদিন

আজকের দিন

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়

১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর পারিক্কারের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সম্বিত পাত্রের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

ভারতের আসল সম্পদ হল ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান

শতদল ভট্টাচার্য

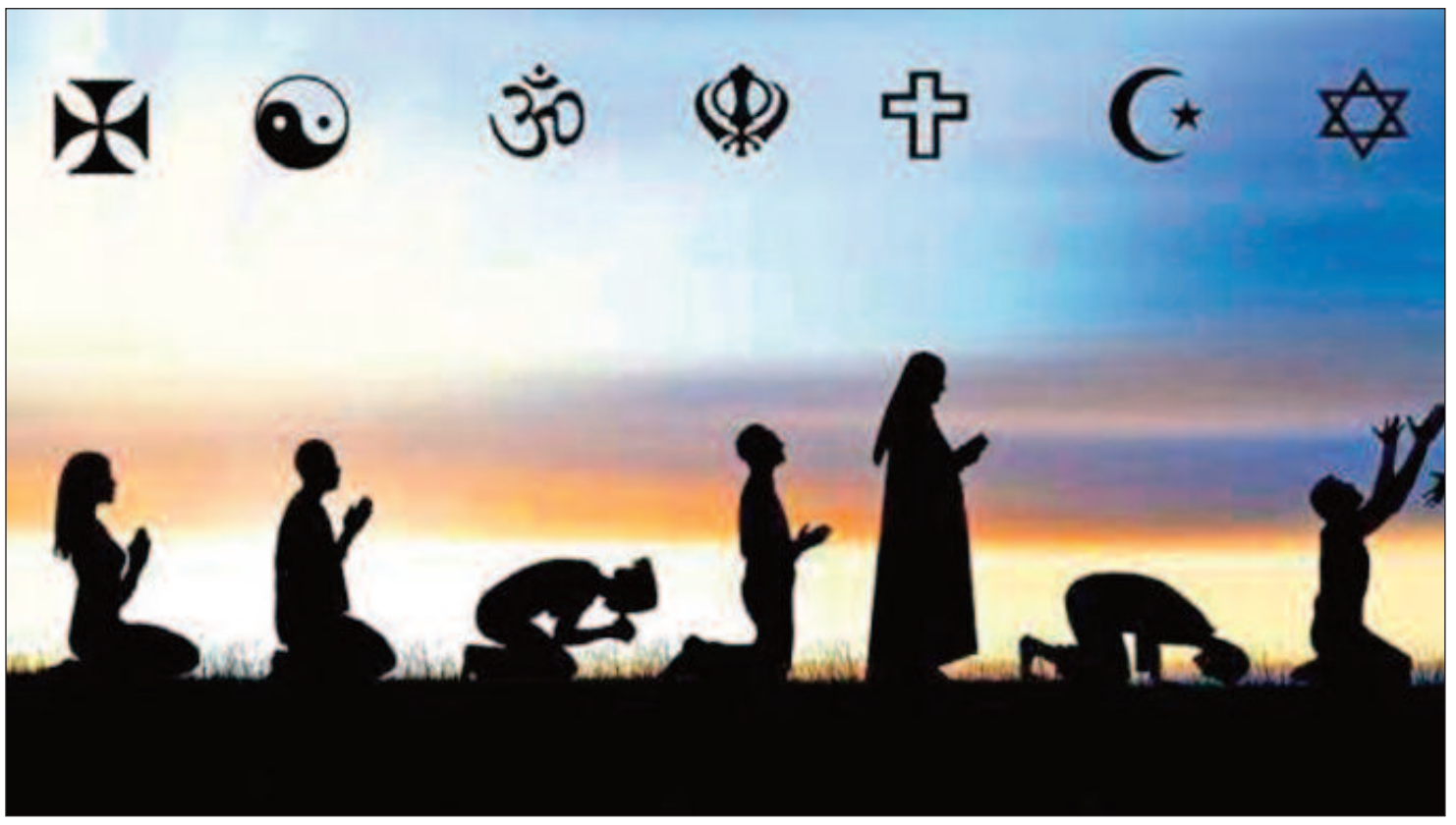

দেশের মধ্যে নানা রকম গোলযোগ, উত্তেজনা ও ডামাডোলের আবহে সদর্থক কিছু দেখতে পেলে মন একটু স্বস্তি পায়। বিশেষ করে রাষ্ট্রের আদর্শগত সৌষম্য ও ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল কিছু ঘটছে দেখতে পেলে নিরপেক্ষ নাগরিকের মন আশ্বস্ত হয়। সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের এক সাম্প্রতিক রায় (নভেম্বর, ২০২৪) সচেতন, নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল নাগরিকদের পক্ষে এক আশা-জাগানো আলোর খবর। এক ধরণের কিছু মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি মান্যবর সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে বিচারকারী বেঞ্চ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ সংযোজিত হয়ে থাকার আইনগত যথার্থতা ও নৈতিক যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে যে সিদ্ধান্ত তথা রায় ঘোষণা করেছেন তা আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় জনজীবনে অত্যন্ত সদর্থক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ভারতবর্ষ দু-টুকরো হয়ে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন ভারত নির্মিত হওয়ার প্রারম্ভিক দিনগুলিতে এই নতুন ভারত কোনো ধর্মপরিচয়বহ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের কথা ভাবে নি। কারণ স্বাধীনতার পর সনাতন অখণ্ড ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ সত্তাটির সামগ্রিক বৈচিত্র্যময় আত্ম-পরিচয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকার বহন করে উদার ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল-স্রোতকে বহমান রাখার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের ভারত, পাকিস্তান নয়। ধর্মসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা পাকিস্তানকে মানাতে পারে, আমাদের গণতান্ত্রিক ও উদার আদর্শের ভারতকে মাথায় না। ১৯৪৭ সালে সংকীর্ণ মন নিয়ে সংকীর্ণতর পথে যাত্রাপথ বেছে নিয়েছিল পাকিস্তান। পাকিস্তান মুসলমান ধর্মবাদী রাষ্ট্র হয়েছিল বলে স্বাধীন ভারতকেও অপর এক ধর্মবাদী রাষ্ট্র হয়ে উঠতেই হবে, এটা কোনো সঙ্গত যুক্তি হতে পারে না। তা হলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের আর তফাৎ কী থাকবে? পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সেকুলার হয়ে উঠতে পারে নি, তাদের রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত হতে পারে নি, এটা তাদের জাতীয় ব্যর্থতা। আমরা কেন সেকুলার সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রকে আজ বিসর্জন দিয়ে আমাদের দেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের (বা আজকের ধর্মোন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বাংলাদেশের) সমান স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব?

ভারত যে স্বাধীনতার পর কোনো নির্দিষ্ট ধর্মপরিচয়বহ রাষ্ট্র না হয়ে সবার-পক্ষে-সমান এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বরণ করেছিল তার আরেক প্রধান কারণ ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গতিশীল জীবনাদর্শ ও সেই সংগ্রামের মূলস্রোতের উদার ও প্রগতিশীল ভাবধারা। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, শিখ, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ , সব ধরণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁরা ধার্মিক মানুষ বা ধর্মে-অবিশ্বাসী মানুষ যাই হয়ে থাকুন না কেন, কাজে ও নীতিতে তাঁরা উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়েই নিজেদের জীবন ও শক্তিকে দেশমাতার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যেহেতু ধর্মীয় ভাগাভাগি ছিল না, তাই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সংবিধানেও ধর্মীয় বিভাজনের কোনো আদর্শ স্থান পায় নি। পূর্ণ ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল হল স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। আধুনিক গণতন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের যে ব্যবস্থা করেছে তা ভারতের মতো দেশের মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল।

প্রস্তাবনা অংশে 'সেকুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুখানি পরে সংশোধনী হিসেবে সংযোজিত হলেও গোড়া থেকেই সংবিধানের সমস্ত অবয়ব জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সাম্যের নীতি ও আদর্শ বিধৃত ছিল। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক এই রায়ে এই সত্যটিই স্বীকৃত হয়েছে। খোলা মনে সংবিধান পড়ে দেখলে এই কথাটি বুঝতে যে কোনো শিক্ষিত নাগরিকের অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু খোলা মন থাকা চাই। সাম্প্রতিক কালে দেশে খোলা মনে ভাববার বদলে আবেগে চালিত হয়ে চলবার একটা ঝোঁক এসেছে। তাই আধুনিক ভারতে সুচিন্তিত প্রণালীতে রচিত সংবিধানের মূল ভাবাদর্শের সুরটি কিছু কিছু আবেগপ্রবণ মানুষের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা একটি চলিষ্ণু সভ্যতা, তার ক্রমবিকাশের বিবর্তনরেখাটির মুখ সামনের দিকে। আজকের ভারত আবার ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের আগের ভারতবর্ষের সামাজিক দশায় ফিরে যেতে পারবে না।

শুধু সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু দ্বন্দ্বের প্রশ্নে নয়, আরো একটি দিক থেকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ধর্মবাদী রাষ্ট্রে দেখা যায় যে, শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুদের দাপট চলে তা নয়, এমন কি সংখ্যাগুরু সমাজের মধ্যে থাকা প্রগতিশীল ও উদারপন্থী মানুষদের উপরও গোঁড়া ধর্মান্ধ মানুষদের উগ্র আচরণ চলে। সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা যে-দেশে থাকে না, সে-দেশে পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসার অধিকতর সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। আজ ইরাণে যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকতো তা হলে সেখানে সংখ্যাগুরু সমাজেরই প্রগতিকামী ও মুক্তমনা মেয়েদের এমনভাবে উৎকট রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের শিকার হতে হতো না। রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তা হলে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমাজে সাংস্কৃতিক উদারতা, প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদিতার বিকাশ হওয়া সহজ হয়। সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মর্যাদা বিকশিত হতে গেলেও শাসনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

ধর্ম ব্যক্তি-মনের বিষয়, ব্যক্তিগত চেতনা ও অনুভূতির মধ্যেই ধর্মের শিকড়। তাই ব্যক্তি মানবের ধর্ম হয়। রাষ্ট্র কোনো চেতন জীব নয়, তার কোনো জৈব সত্তা নেই। অতএব রাষ্ট্রের কোনো ধর্মবিশ্বাস থাকার প্রশ্ন কী করে উঠতে পারে? কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই নির্ধারণ করা চলে না। শাসনব্যবস্থা ধর্মবিশ্বাস থেকে পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল থাকাই মঙ্গল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়লে একটি দেশের কতটা বিপর্যয় হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের বাংলাদেশের অবস্থা। সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র আজ প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বলে সেখানে হিন্দু অধিবাসীদের উপর এমন ধরণের নির্লজ্জ উৎপীড়ন চলতে পারছে যা সারা বিশ্বের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ যদি বিগত তেপ্পান্ন বছরে বাংলাদেশের জনমানসে ও রাষ্ট্রজীবনে সত্যিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতো তা হলে আজ সে দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের এই অমানবিক দুর্গতির মধ্যে পড়তে হতো না। বাংলাদেশে সেকুলারিজমের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে বলেই উগ্র মৌলবাদ আজ সেখানে হিংস্র দাঁত-নখ বার করে দেশটাকে দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো মজবুত ভিত্তি সে-দেশে এতদিনেও গড়ে ওঠেনি বলেই আজ ঢাকার কর্তারা তাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার এমন উলঙ্গ নৃত্য নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতে পারছে । পাকিস্তানে এখনো বেশ কিছু হিন্দু মানুষজন কষ্ট করে টিকে রয়েছে; সে-দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হলে এই মানুষগুলি নিশ্চিন্তে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারতো। পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর বাংলাদেশের অবস্থা দেখার পরও আমরা যদি ভারতে সেকুলার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করার কথা ভাবি ও রাষ্ট্রের উপর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারকে খর্ব করতে চাই, সেটা হবে ঐ তিনটি দুর্ভাগা দেশের উগ্র মৌলবাদীদের হাতে তাদের পছন্দসই এক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যা দিয়ে তারা তাদের অন্ধকার মৌলবাদকে, অ-ধর্মনিরপেক্ষতাকে ও অসহিষ্ণুতাকে নৈতিক সমর্থন যোগাবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকুক দেখার দায় কর্তৃপক্ষের

শুভজিৎ বসাক

স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণের সাথে পথ চলতে রাজ্য সরকার অনেক উপায় অবলম্বন করেছে একথা স্বীকার্য, একইসাথে এও বাস্তবিক যে সেই আধুনিকীকরণের প্রতি যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আধুনিকীকরণের অন্যতম একটি উদ্যোগ হল শিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ যারা আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির বিস্তৃত পরিসর সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং স্বাস্থ্য পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মূলতঃ 'গ্রুপ বি' পদে নিয়োগ করা হয় অর্থাৎ সম্মানের অধিকারী। এরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী ও কাউন্সিল থেকে পাশরত শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা শংসাপত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বনামধন্য সরকারি হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনা এদের গুরুত্ব ও রাজ্য সরকারের পরিশীলিত ভাবনাকেও খাটো করে দেখালো শুধু নয় পেশাগত যোগ্যতাকেও খর্ব করেছে। স্বাস্থ্য পরিসরে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হলেও তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কাউন্সিল, দিনরাত হাসপাতালে কর্তব্যপালনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরও নেই- ফলতঃ হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে তাদের খুব অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। সম্প্রতি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের ব্যবস্থা করতে বলা হলেও এই মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট ঘর নেই তাই পুরুষ মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা অপারেশন থিয়েটার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে চিকিৎসকদের ঘরেই পোশাক বদল করে এবং মহিলারা নার্সিং বিভাগের জন্য বরাদ্দ ঘরে পোশাক বদল করে। ইতিমধ্যে সম্প্রতি সেই সরকারি হাসপাতালের একটি বিভাগের পোশাক বদলের ঘর থেকে একজন চিকিৎসকের কিছু টাকা খোয়া যায় এবং অবলীলায় এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরাই এই খোয়া টাকা নিয়েছে, তাদের এই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, ওরা সাফাইকর্মীদের ঘরে পোশাক বদল করবে! অথচ উল্লেখ্য, এই ঘটনা নতুন নয়, প্রায়দিন অসাবধানতার খেসারত হিসাবে বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে নানা জিনিস খোয়া যায়, এখানেও ব্যতিক্রম ছিল না কারণ সরকারি জায়গায়, প্রতিটি হাসপাতালেও প্রতিটি বিভাগে বহু লোকের আনাগোনা সারাদিনে ঘটে থাকে। অথচ এমন অবিবেচকের মত মন্তব্য একজন চিকিৎসকের তরফে শুনে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা হতাশ হয়েই কর্মবিরতি ডেকে বসে। তাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি যে এত কর্মীর ভিড়ে সরাসরি এই অভিযোগ করা কি খুব যৌক্তিক? আর তারা আজকের কর্মী নয়, ইতিমধ্যে তারা অনেকবছর চাকুরীরত, এরপরেও এমন অভিযোগ তাদের মনে আঘাত দেয়। তারা হাসপাতালের উচ্চ প্রশাসক ও বিভাগীয় প্রধানদের বিষয়টি দেখতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও লেখে। বিষয়টি স্পর্শকাতর কিন্তু সহজে এই বিষয়টি না মিটলে হাসপাতালের উচ্চ প্রশাসক ও বিভাগীয় প্রধান পরে তাদের ডেকে কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ আনার নির্দেশ দিলে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা পুনরায় এতে যৌক্তিকতার দাবি করে। যথাযথ যুক্তির কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তাঁদের কেউ কেউ বিষয়টিকে 'গুরুত্বহীন প্রসঙ্গ' বলে এড়িয়ে যেতে চান এবং ক্যাডারটিকেও 'গুরুত্বহীন' বলে অভিহিত করা হয়! এখানে উল্লেখ্য ঘটনাটিতে খোয়া যাওয়া টাকার বিষয়টিকে মৌখিক ভাবে বলা হলেও ঘর ব্যবহার করতে না দেওয়ার কথাটি লেখারূপে প্রকাশিত হয়।

স্বাস্থ্য প্রশাসনের অধীন নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রকাশিত হলেও মূলতঃ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা বহুক্ষেত্রেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ (সার্জারি ও অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগ) ও নির্দিষ্ট ঘর থেকে এখনও বঞ্চিত হওয়ায় একটা সম্মানীয় ক্যাডারকে এত নিকৃষ্ট মানসিকতা দেখিয়ে অসম্মানিত করা যেন সহজাত হয়ে উঠেছে।

এখানে উল্লেখ্য এই সমগোত্রীয় শ্রেণীতে নার্সিং পেশার স্বাস্থ্যকর্মীরাও আওতাভুক্ত শুধু কাজের ধরন আলাদা হওয়ায় আলাদা ক্যাডারে পর্যবসিত মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা, কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের আলাদা কাউন্সিল বা সনদও রয়েছে। শ্রমের বিনিময়ে এমন আচরণ মোটেই কাঙ্খিত হতে পারে না। প্রসঙ্গত, এই ঘটনা যদি অন্য কোনও বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে ঘটত আজকে পশ্চিমবঙ্গে তাদের তরফে কর্মবিরতি ডেকে বসত কিন্তু যেহেতু এই মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা সংখ্যায় কম তাই তাদের এভাবে অপমান করাটা সহজাত হয়ে গিয়েছে যা সত্যিই আক্ষেপজনক। এমন আচরণ সুধীজনদের থেকে আশা করা যায় না, আরও মানবিক ও যৌক্তিক ভাবধারার হতে হবে তাঁদের।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার আজকাল ঈশ্বরচিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে — না নিরাকার?

মণি — আজ্ঞা, সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সকার তো বেশ।

মণি — মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? চিন্ময়ী মূর্তি।

মণি — আজ্ঞা, তাহলেও তো হাত-পা ভাবতে হবে? কিন্তু এও ভাবছি যে প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না — আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি তো নানারূপ ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ। তিনি (মা) গুরু — আর ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।

মণি চুপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গোঘাটে পিএইচইতে স্বজনপোষণ

প্রতিবাদে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে তৃণমূল ছাড়ল একাধিক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পিএইচইতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে নাক কান মোলা খেয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা ঝোলালেন দলীয় কর্মীরাই। এমনকী আর এই দল করবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন তারা। তবে অন্য কোনও দল করবেন না বলে জানান তারা। বসেই থাকবেন। পার্টি অফিসে আর যাবেন না। যে পার্টি অফিস ছিল তাদের কাছে মায়ের মত। তাদের হুমকি যতক্ষণ না পর্যন্ত অঞ্চল সভাপতি, ব্লক সভাপতিদের পদ থেকে সরানো হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত এই গ্রামের কেউই আর এই দলে থাকবেন না। নাক, কান মোলা খেয়ে পার্টি অফিসে তালা দিয়ে দিলেন খোদ এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। ঘটনায় দলের অন্দরেই ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে এলাকায়। ঘটনা গোঘাটের নকুন্ডা এলাকার। পিএইচইর জল প্রকল্পে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দলের প্রধান, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে তৃণমূল পার্টি অফিসের

তালা ঝুলিয়ে দিলেন দলের কর্মীরাই। তৃণমূলের বুথ সভাপতিও পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন। গোঘাটের নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়ার ঘটনা। কর্মাধ্যক্ষ শ্যামলী ঘোষ বলেন, সেই ১৯৯৮ সাল থেকে দল করছি শুধু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্যালুট দিচ্ছি। আপনাদের যে আদর্শ সেই আদর্শকে অপমান করে দলের প্রধান, ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি সকলে স্বজনপোষণ করছেন। তারা বুথে বুথে আসেন না। শুধু সুবিধা ভোগ করছেন। ওনারা বলছেন, আগে আমরা খাই। তারপর ছিঁটে ফোঁটা যা পড়ে থাকবে সেই গুলো গ্রামের লোকগুলোকে নিয়ে এসে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি। এরা আবার কেউ প্রধান। কেউ দলের পদাধিকারী নেতা। এরা দলটাকে শেষ করে দিল। এদের না তাড়ালে দল ভবিষ্যতেও এই গোঘাটে হারবে। তাই অনেক দুঃখে, রাগে, ক্ষোভে, প্রতিবাদে নাক কান মোলা খেয়ে দল ছাড়লাম। পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে বন্ধ করলাম। ওদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আর দলে ফিরব না। অপর দিকে বুথ সভাপতি সুভাস বারুই, নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিব প্রসাদ রায় সহ একাধিক জন শ্যামলী ঘোষের সঙ্গেই সহমত পোষণ করে দল ছেড়ে দিলেন।

অন্যদিকে অভিযুক্ত প্রধান বাবলু সাঁতরা বলেন, স্বজনপোষণের কোনও কিছু নেই। কর্মাধ্যক্ষ শ্যামলী ঘোষ ঠিক কথা বলছেন না। যা করা হয়েছে সব আইন মোতাবেকই করা হয়েছে। কোনও দুর্নীতি হয়নি। আবার অঞ্চল সভাপতি শশাংক ধঁক বলেন, ওনারাই ঘোঁট পাকাচ্ছেন। সব কিছুই ঠিকঠাকই হয়েছে। কেউ যদি মিথ্যা দোষ দেয় তার জন্য কি আমরা দায়ী? উনি মিথ্যা বলেছেন।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: রান্না করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার দক্ষিণ মাটিকুমরা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম আনিসা পারভিন (১৭)। ন'দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর বুধবার বিকেলে আরজি কর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আনিসার। আনিসার বাপের বাড়ি শাসন থানার সোনাটিকারি গ্রামে। মাস চারেক আগে দেগঙ্গার মাটি তোমরা গ্রামের এক যুবকের সঙেগ তার বিয়ে হয়। গত ৩ তারিখ শনিবার দুপুরে রান্নাঘরের রান্না করছিল আনিসা। সে সময় আচমকা তার কাপড়ে আগুন ধরে যায়। প্রতিবেশী কেবির মোল্লা বলে,ন পাশেই আমি খুঁটি পোতার কাজ করছিলাম। আচমকা গৃহবধূর চিৎকার শুনতে পাই। গিয়ে দেখি দাউ দাউ করে জ্বলছে ওই গৃহবধূ। প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে ওই দিনে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হয় পরদিন কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলছিল তার। ন'দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর বুধবার বিকেলে সেখানে মৃত্যু হয় তার।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখা, গ্রাম + পঞ্চায়েত + থানা - কাঁকসা, সাব-ডিভিসন - দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ** -তে শাখা স্থাপনের জন্য লিজ ভিত্তিতে (প্রস্তুত / নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) অফার করতে ইচ্ছুক **১৫০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা পরিমাপের প্রধান সড়কের উপর গ্রাউন্ড ফ্লোরে** ব্যবসাযোগ্য এলাকায় যেখানে ভাল দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস রয়েছে ১৫ বছরের লিজ মেয়াদের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) অধীনে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
২৩.১২.২০২৪ থেকে ০২.০১.২০২৫ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুকূলে পেমেন্ট করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০২.০১.২০২৫।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

দ্য জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট,
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩৩০৪, পঃবঃ

বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে পাওয়া যাবে

পাবলিক নোটিশ

সার্কুলার নং 42.2 of DoR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24
তারিখ ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ (১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে আপডেট করা হয়েছে) মাস্টার নির্দেশাবলী- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা - স্কেল ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ) নির্দেশিকা, ২০২৩ অনুযায়ী

গঙ্গা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U70200WB1932PTC007344
CoR No.B.05.02756 তারিখ ১৩.০৬.২০২২
রেজি. অফিস ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০ / ২২২০ ০৬০০, ই-মেইল gangapropertiesmca@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) উল্লেখ্য পত্র নং KOL.DOR.DOR.No S2090/01.01.005/2024-2025 তারিখ ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ মাধ্যমে কোম্পানিকে গঙ্গা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড অনুমোদন দিয়েছে একজন নতুন ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য যেমন শ্রী সৌরভ ঘোষ, ৫এ, ফ্ল্যাট ৪এ, ৫৪/১০, ডি সি দে রোড, ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫ ২১২, ক্যানাল স্ট্রিট, বিল্ডিং নং. ১৩, ফ্ল্যাট নং ১/ডি, কলকাতা - ৭০০ ০৪৮, পেশা কোম্পানি ডিরেক্টর, কোম্পানির বোর্ডে সমস্ত শর্ত মেনে চলা সাপেক্ষে উপরের সার্কুলারে উল্লিখিত এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক আইন/বিধির সাথে সম্মতিক্রমে। উল্লিখিত একজন নতুন পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কোম্পানির বোর্ডের গঠন ৩০ শতাংশের বেশি পরিবর্তিত হবে না এবং পরিবর্তনের পরে বোর্ডের নতুন গঠনে (১) শ্রী এন কে আগরওয়ালা এবং (২) শ্রী সৌরভ ঘোষ এবং (৩) শ্রী এ কে দেশানি। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বোর্ডকে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করা। কোম্পানির সদস্যদের শেয়ারহোল্ডিং এবং ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন হবে না।
যে কোন ব্যক্তি, যার স্বার্থ উপরোক্ত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের কাছে এবং আরবিআই, প্রবিধান বিভাগ, ৬ষ্ঠ তলা, ১৫, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে নোটিশ পাঠাতে পারেন।
এই পাবলিক বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা জারি করা হয়েছে

গঙ্গা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পক্ষে
(এন কে আগরওয়ালা)
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৩০৩০৫৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.১২.২০২৪

উত্তরপাড়া-মাখলার মাঝে রেললাইনের পাশে ফেন্সিংয়ে অসুবিধা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে উত্তরপাড়া স্টেশনের উত্তর দিকে মাখলা ও উত্তরপাড়া কাঁঠালবাগান বাজারের মাঝখান দিয়ে রেললাইন গিয়েছে সেই রেল লাইনের কাঁঠাল বাগানের দিকে রেললাইন পারাপারের জায়গা রেলের পক্ষ থেকে বুধবার বিকেলে ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে যার ফলে সাধারণ মানুষ জন দুই পাড়ের বাসিন্দাদের রেললাইন পারাপার করা খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এলাকার বাসিন্দাদের রেললাইন পার করে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা কী ভাবে রেললাইন পার করে উত্তরপাড়ায় যাব বা উত্তরপাড়া থেকে মাখলার দিকে আসব আমাদের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম কারণ পাশে যে রেলওয়ে কালভার্ট আছে সেই কালভার্টের তলা দিয়ে সব সময় যাওয়া-আসা করা যায় না। সারাদিনের বেশিরভাগ সময় জলে ডুবে থাকে রেলের পক্ষ থেকে পাম্প মেশিন চালিয়ে সবসময় জল বার করা হয় না। ছাত্রছাত্রীরা জলের মধ্যে দিয়ে তো আর যেতে পারে না আর সাধারণ মানুষের ওইভাবে যাওয়া সম্ভব না। তাই তারা রেললাইন পার হয়ে দোকান বাজার ঔষধপত্র কিনতে ইস্কুলে বা ব্যাংকে যাওয়া আসা করতেন এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল জানালেন বেশ কিছু বাসিন্দা। তারা ক্ষোভে খুঁজছেন ওই এলাকার গৃহবধূ বর্ণালী হাজরা চৌধুরী বললেন, 'আমাদের খুব সমস্যা হয়ে গেল রেলওয়ে কালভার্ট জলে ডুবে থাকে, আমরা সেই জন্য রেললাইন পার হয়ে দোকান বাজার ও ওষুধপত্র কিনতে যাই। এখন রেল ফেন্সিং দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ব্লক করে দিয়েছে। কী ভাবে এখন আমরা যাওয়া আসা করব রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা করা আগে উচিত ছিল অবিলম্বে আমাদের সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দিতে হবে রেলের কাছে এটা আমাদের আবেদন আমরা কি তা হলে ঘরে বসে থাকব সমস্যা সমাধান কী ভাবে হবে রেল এটা বলে দিক।'

মাখলার ওই এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি দেবাশিস চৌধুরী বললেন, 'রেল নিরাপত্তা স্বার্থে এটা করেছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ রেলে কালভার্ট জলে ডুবে থাকে কী ভাবে তাঁরা রেল লাইনের তলা দিয়ে যাবে সেই জন্য তো রেললাইন পার হয়ে যেতে হয় সেটাও রেল ব্লক করে দিল ফেন্সিং দিয়ে আমাদের দাবি পাশাপাশি আগে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দেওয়া দরকার তারপর এটা করলে ভালো হত আমরা রেলকে আগেও জানিয়েছি কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি সাধারণ মানুষের এই সমস্যা। কী করে ইস্কুল দোকান বাজার করতে যাবে তারা আমাকেও যেতে হয় এইভাবে। আমরা রেলকে আবার বলব দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে।'

এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায় জানালেন, 'হঠাৎ করে রেল ওই জায়গাটা ব্লক করে দিল সাধারণ মানুষ কী ভাবে রেললাইন পার হবে? তাছাড়া রেলওয়ে কনভার্ট জলে ডুবে থাকে রেলের কর্মীরা ঠিকমতো আসেন না জল তুলতে। রবিবারেও কেউ জল তুলতে আসেন না ডুবে থাকে রেলওয়ে কালভার্ট সেজন্য সবাই রেল লাইন পার করে আগে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা উচিত ছিল অবিলম্বে সাবওয়ে ও ফুট ব্রিজ করার দাবি জানাচ্ছি রেলের কাছে।'

ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং -২৯০(এন), তাং -২১.০৯.১৯২১
গ্রাম-ধরমপুর,পো-ঈশ্বরচন্দ্রপুর,ব্লক–তেহট্ট-২নং,থানা--পলাশীপাড়া,জেলা--নদিয়া,

-:খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:-

এতদ্বারা **ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:** এর সমস্ত সদস্য,সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির আসন্ন পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা(জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি)অদ্য ইংরেজি **১২-১২-২০২৪ তারিখে** সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হলো **(সমিতির নোটিশ বোর্ডে)** যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং **১৮- ১২-২০২৪** ও ইং **১৯-১২-২০২৪** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **২৩-১২-২০২৪** তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে।শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা(Final Electoral Roll) আগামী ইং ২৭-১২-২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হবে এবং উক্ত তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
ধরমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

SBI এসবিআই বেলেঘাটা শাখা (০১৭৯৮)
২৫, বেলেঘাটা মেইন রোড
কলকাতা-৭০০০১০, ই-মেল: sbi.01798@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বিধান রায়, যিনি **এসবিআই বেলেঘাটা মেইন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **(১৬.১২.২০২৪) দুপুর ১টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(১৬.১২.২০২৪)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিধান রায়

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৬.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৮.৬৭০ নিট ওজন ১৭.১৭০	১টি চেন লকেট সহ, ৩টি হাতের আংটি
২.	১৬.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৫.৪৩০ নিট ওজন ১৪.১০০	১টি নেকলেস ২টি কানের দুল (পাথর)
৩.	১৬.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১০.৮৫০ নিট ওজন ৯.৭৬০	১টি চেন
৪.	১৬.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৪.৫৫০ নিট ওজন ৪.০০০	১টি হাতের আংটি ২টি কানের দুল (পাথর)

তারিখ: ১৩.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বেলেঘাটা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI এসবিআই মেদিনীপুর শাখা (০০১৩২)
পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১১০১
ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in
গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম : শ্রী দুষ্মন্ত মান্না, মোঃ- ৮০০১১৯৪৭৮১, ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে নীচে বর্ণিত দখলীকৃত গাড়িটি **"যেমন কোথায় আছে, যেমন আছে, যা আছে এবং অবলম্বন ছাড়াই"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যদি থাকে তবে দায়বদ্ধতা সহ, ২১.১২.২০২৪ তারিখে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং অ্যাকাউন্টের বিশদ	গাড়ির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : অশ্বিনী কুমার খাঁ** লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪২৫১৬১৮৬৪৬৪; ২৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া ৯,৩১,৩৩৪/- টাকা সহ সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ (সম্পত্তি আইডি - SBIN42516186464)	**কিয়া সোনেট জি১.২ ৫এমটি এইচটিকে প্লাস; রেজিস্ট্রেশন নং** WB 34 CE 4302; **রং : পরিষ্কার সাদা :** ODO-6900 KM (প্রায়); **মাস :** নির্মাণের বছর : ১১/২০২৩ **সংরক্ষিত মূল্য :** ৮,৫৫,৯১০/- টাকা **বায়না জমা (ইএমডি):** ৮৫,৫৯১/- টাকা **বর্ধিত মূল্য:** ৫,০০০/- টাকা

১) ইচ্ছুক দরদাতাদের অংশগ্রহণের আগে যানবাহন(গুলি) পরিদর্শন করা উচিত এবং বর্ণনা, গুণমান এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত কারণ সফল বিডিংয়ের পরে কোনো ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। **২)** অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডেলিভারির পর এক মাসের মধ্যে তার নিজের খরচে গাড়িটি তার (পুং/স্ত্রী) নিজের নামে স্থানান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। প্রযোজ্য কর এবং জিএসটি সরকারি নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে এবং তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে। **৩)** একটি ক্ষতিপূরণ বন্ডে স্বাক্ষর করে ডেলিভারির পরে গাড়িটি তার নিজের নামে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে দায়িত্ব নিতে হবে। **৪) ২০.১২.২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘন্টা** বা তার আগে পর্যন্ত সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সমগ্র বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতা/তার আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্যও প্রকাশিত হয়েছে। **৫)** দরদাতা/ক্রেতা ই-অকশন পোর্টাল **https://ebkray.in** -এ নিবন্ধন করতে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি কেওয়াইসি যাচাইকরণ ইবিক্রয়-এর মাধ্যমে অনলাইনে করা হবে। তাই দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি যাচাইকরণ আপলোড করতে ০২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে। **৬)** বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ই-নিলাম পোর্টাল **https://ebkray.in** -এ আপলোড করা হয়েছে।
পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.১২.২০২৪, ১৯.১২.২০২৪, ২০.১২.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা)
পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন: ৮২৫০৯১৮৫৭৮ (ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) / ৭৬৭৯৩৩৫৩৪৪ (আরএ- সুজাতা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)
পরিদর্শনের স্থান: এসবিআই, মেদিনীপুর শাখা প্রেমিসেস
এতদ্বারা ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত অফিসার কোন কারণ ব্যতীত যেকোন বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : মেদিনীপুর — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস : কলকাতা
৩ এন.এস. রোড, ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ৯০৮৮১০৭৩৬২, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/শাখার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি বেলা সিং খেলারে, স্বামী শ্রী হেমন্ত কুমার, **শাখা : খড়গপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.১৩ একর এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১১২৮.৯৩ বর্গফুট (বিল্ট আপ) ৪ রুম একটি তলে এবং সমুদয় ফিক্সচার সংযুক্ত অবস্থিত গ্রাম : বারগোপাল, জেএল নং ৪৭৫, খতিয়ান নং ৬৪০ (এলআর) এবং ৬৪১ (এলআর), প্লট নং ৬৫৪ , থানা : নারায়ণগড়, রেজিস্ট্রেশন জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, সাব-জেলা : নারায়ণগড়, পিন : ৭২১৪৩৭, পশ্চিমবঙ্গ। সমপরিমাণ জামিন : নেই। **সারসাই আইডি : ২০০০৫৬৭৩৬৮২৬, চৌহদ্দি : উত্তরে** : রাস্তা, **পূর্বে :** কাঁচা রাস্তা, **পশ্চিমে :** দ্বিজমনি ভট্টাচার্য, **দক্ষিণে :** কাঁচা রাস্তা।	ক) ০৪.০৯.২০২৪ খ) ০৭.১২.২০২৪ গ) **১৩,৬৭,৮০৮ টাকা (তেরো লাখ সাতষট্টি হাজার আটশ আট টাকা)**
ঋণগ্রহীতা : শ্রী এস কে জালালউদ্দিন, শ্রীমতি জ্যোৎস্না বিবি এবং শ্রী শেখ সাউইব **শাখা : খড়গপুর**	সমপরিমাণ বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি ০.০৩ একর এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন পরিমাণ ৭৯৮ বর্গফুট (কার্পেট) প্লট নং ৭১, এলআর খতিয়ান নং ৯১৯, মৌজা : ধর্মীবা, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ১২৮৯, জেএল নং ৩৫২, থানা : খড়গপুর, জেলা : মেদিনীপুর পশ্চিম, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৩০১, মালিক শ্রী এস কে জালালউদ্দিন, উল্লেখ্য দান দলিল নং ৯৪০৩/২০২২। **সেরসাই আইডি : ২০০০৬৯৩১৭১৬৪। চৌহদ্দি : উত্তরে :** শেখ ইয়ুমস এর জমি/সম্পত্তি, **পূর্বে :** শেখ ইয়ুমস এর জমি/সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট গ্রামীণ সড়ক, **দক্ষিণে :** শেখ জামিরুদ্দিনের জমি/সম্পত্তি।	ক) ২৫.০৯.২০২৪ খ) ০৭.১২.২০২৪ গ) **১০,৪২,২৫৩ টাকা (দশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুশো তিপান্ন টাকা)**

তারিখ : ০৭.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে, অনুমোদিত অফিসার

রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দু'টি টিমের একযোগে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হুগলির রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দু'টি টিম একযোগে তল্লাশি চালায়। চিটফান্ড মামলায় হুগলির দু' জায়গায় ইডির হানা।

সূত্রের খবর, চিটফান্ড মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি। বৃহস্পতিবার এনএস রোডের বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের চার তলার একটি ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযানে ঢোকেন ইডি আধিকারিকরা। এলাকা সূত্রে খবর, বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের ওই ফ্ল্যাটটি এক ব্যবসায়ীর। অনেক দিন ধরেই পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন তিনি। তবে তাঁর কীসের ব্যবসা, তা এলাকার লোকজন জানেন না। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার লোকজনের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশাও করেন না তিনি। তাঁর আবাসনে তল্লাশি চলেছে। পাশাপাশি রিষড়া বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই অভিযান চলছে ইডির। প্রায় ৪ ঘণ্টার ওপরে এই তল্লাশি অভিযান চলেছে।

অন্যদিকে, রিষড়ার বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। রাজ্যে চিটফান্ড তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি, এ বার হুগলির রিষড়ায় হানা। মনে করা হচ্ছে, এই অভিযানের পিছনেও চিটফান্ড তদন্ত রয়েছে। যদিও তা পুরোপুরি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। রিষড়ার বাঙুর পার্কে তল্লাশির ফাঁকেই এ দিন এক বার ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডির এক আধিকারিক। তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও জবাব দিতে চাননি। জানান, 'আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না, তদন্ত চলছে।'

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 06.12.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স ঋষি এন্টারপ্রাইস (ইহার ডাইরেক্টর্স/স্বত্বাধিকারী জীতাঞ্জলি মিশ্র মাধ্যমে) 2. জীতাঞ্জলি মিশ্র 3. উমেশ মিশ্র	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ 711204'র চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 40, অভয় গুহ রোড, থানা – বেলুড়, পুরাতন রূপে বালি, জেলা – হাওড়া, ওয়ার্ড নং 25, হওয়া জে.এল. নং 16, আর.এস. দাগ নং 2900 এবং 2901, এল.আর. দাগ নং 3115, 3117, খতিয়ান নং 1329 (পুরনো 1098), হোল্ডিং নং 40 (বিএল–6–এ) সম্বলিত বালি (এম) মৌজা – বারাকপুরে থাকা ও অবস্থিত 8 কাঠা, 3 ছটাক ও 29 বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অনুপাতিক ভাগীদার যুক্ত একত্রে 1036 বর্গফুটের সুপার বিল্ডআপ এরিয়া থাকা, ইমারতের, 6ষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 6–এ। সীমানা: পূর্ব – বিল্ডিংয়ের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); পশ্চিম – কমন লবি এবং ফ্ল্যাট নং 6–বি; উত্তর – পিছনের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); দক্ষিণ – সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং 6–বি	H1729922 06211121 46 / KOLHL20 000003	13-09-2024	টাঃ 2,69,360/-	টাঃ 53,28,420.20/-	টাঃ 26,93,600/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	17.01.2025 বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বর্ধীনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **16/01/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **17/01/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **18/01/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ, **নাম – শ্রী অশেষ সাহা, যোগাযোগ নং : 9800868054 এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সি.এস.টি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** ই–অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক উহার কোনও কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার গ্রহণ/খারিজ/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

Date: 13.12.2024
Place: Kolkata

Sd/-
Authorized Officer
For L&T Finance Limited

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৭৪৬ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004G01148838
ই-নিলাম তথা বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **৩০.১২.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) নিম্নোক্ত পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	১. দখলের তারিখ ২. দখলের ধরন	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. ইএমডি পরিমাণ
১	**মহ ইউনুস মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি আচিয়া বিবি (সহ ঋণগ্রহীতা) বন্ধকী ঋণ (ল্যান : ০৭০২৬৭৫১০০০২৩০৪৭), সিইসিএল লোন (ল্যান : ০৭০২৬৭৫১০০০২৮১৪৯) এবং বিমা কিস্তি ঋণ (ল্যান : ০৭০২৬৭৫১০০০২৩৬১২)**	**ক) ১৬.০৭.২০২২ খ) ২২,৫০,৯৯৩.৩৪/- (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো তিরানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) ১০.০১.২০২২ অনুযায়ী**	স্বত্ব দলিল (বন্ধকদত্ত সম্পত্তি) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত সিরিকা, পো : হিসাবী, থানা : আমডাঙ্গা, জেএল নং ২৮, আরএস দাগ নং ১৭৩২, এলআর খ তিয়ান নং ২১১৭, চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২২১,তদস্থিত নির্মাণ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিকিরা, জেএল নং ২৮ , তৌজি নং ১৩, খতিয়ান নং ৯৮০, দাগ নং ১৭৩২ এবং ১৭৩৪, থানা : আমডাঙ্গা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**ক) ২১.১১.২০২২ খ) স্বত্ব দখলীকৃত**	১. ১০,৩৯,০০০ টাকা ২. ১,০৩,৯০০ টাকা

নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদির সংক্ষিপ্ত :

১. বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://www.bankeauctionwizard.com মাধ্যমে নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অন্তরেস সিস্টেমস লিমিটেড, 'হঙ্গনাসু' হ্যাস১৩৭/৩, ব্যাঙ্গালোর মহীশূর রোড, মেট্রো খুঁটি পি-৬৯৬ বিপরীতে, কেঙ্গেরী, ব্যাঙ্গালোর : ৫৬০০৬০ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।
২. টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭থেকে যেকোনও কাজের দিন (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে এবং ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https://www.bankeauctionwizard.com ২৭.১২.২০২৪ পর্যন্ত -অনুমোদিত অফিসার শ্রী উদয় কুমার তিওয়ারি- মহ ইউনুস মন্ডলের পক্ষে- এর কাছ থেকে।
৩. উক্ত সম্পত্তিতে জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কোনও দখলদারি নেই।
৪. ২০০২ সালের সারফেসি আইন সংশোধনী মতে অনুযায়ী রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের উদ্দেশ্যেও প্রকাশিত।
৫. আরও বিস্তারিত এবং সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং উল্লিখিত শাখার আধিকারিকগণ এর সঙ্গে যোগাযোগ এবং টেন্ডার নথি দেখতে পারেন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনও কারণ না দেখিয়েই যোকোনও বা সকল টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারেন।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৪ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

বিক্রির অভাবে গুদামে জমে পঞ্জাব থেকে আনা আলু বীজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিক্রি নেই, মরসুমের শেষেও ব্যবসায়ীদের গুদামে জমে রয়েছে পঞ্জাব থেকে আনা টন টন আলু বীজ। পঞ্জাবের বীজের অত্যধিক দামের কারণেই কী ওই বীজে আগ্রহ হারাচ্ছেন কৃষকরা।

আলু বীজ লাগানোর মরসুম প্রায় শেষের মুখে। কিন্তু এবার সেভাবে বিক্রিই হয়নি পঞ্জাব থেকে আনা আলুর বীজ। ফলে মরসুমের শেষ লগ্নেও ব্যবসায়ীদের গুদামে জমে রয়েছে টন টন আলু বীজ। কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রমী ছবি? বীজের অত্যধিক দামের কারণেই কী পঞ্জাবের বীজের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষিরা? উত্তর খুঁজছে কৃষি দপ্তর।

রাজ্যের আলু উৎপাদক জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়া। জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর, জয়পুর, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের ও সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলুর চাষ হয়। আলু চাষের ক্ষেত্রে এতদিন মূলত পঞ্জাব থেকে আসা ভালো মানের আলু বীজের ওপরই নির্ভর করতেন ওই এলাকার চাষিরা। ফলে আলু চাষের মরসুম শুরুর আগেই পঞ্জাব থেকে ভালো মানের টন টন আলুর বীজ এনে মজুত করতেন একশ্রেণীর বীজ ব্যবসায়ী। এবারও তেমনটাই করেছিলেন ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু আলু বীজ বিক্রির ছবিটা এবার হঠাৎ বদলে গিয়েছে। হা পিত্যেশ করে বসে থেকেও সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না পঞ্জাব থেকে আনা আলুর বীজ। ফলে মরসুমের শেষ লগ্নেও ব্যবসায়ীদের গুদামে জমে রয়েছে পঞ্জাব থেকে আনা টন টন আলুর বীজ। কিন্তু কেন এমনটা হল। ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, এবছর পঞ্জাব থেকে আলুর বীজ কিছুটা দেরিতে এসেছে। তার আগেই স্থানীয় ভাবে আলুর বীজ সংগ্রহ করে বহু চাষি জমিতে বীজ বপন করে ফেলেছেন। ফলে বিক্রি কমেছে পঞ্জাবের আলু বীজের।

চাষিরা অবশ্য বলছেন অন্য কথা। তাঁদের বেশিরভাগেরই যুক্তি পঞ্জাবের আলু বীজের অত্যধিক দাম হওয়ার কারণে সেই আলু বীজ কিনতে পারেননি। উৎপাদন তুলনামূলক কম হবে জেনেও স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের আলু বীজ দিয়েই চাষ করেছেন তাঁরা। কেউ কেউ অবশ্য অন্য যুক্তিও দেখিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, উৎপাদিত আলুর বাজার নিয়ে সরকারি নীতির অনিশ্চয়তার কথা ভেবে তাঁরা ধীরে ধীরে আলুর চাষ কমিয়ে বিকল্প চাষের দিকে ঝুঁকছেন। তার জেরেই কমেছে পঞ্জাব থেকে আনা আলু বীজের চাহিদা।

কৃষি দপ্তর অবশ্য আলু চাষে কৃষকদের আগ্রহ হারানোর কথা মানতে নারাজ। কৃষি আধিকারিকদের দাবি, জেলায় অন্যান্য বছর যে পরিমাণ জমিতে আলু চাষ হয় এবারও তাই হয়েছে। তারপরেও কেন পঞ্জাব থেকে আনা আলু বীজ সেভাবে বিক্রি হয়নি, তা তাঁদের জানা নেই।

বাংলার আবাস নিয়ে দিদিকে বলো’র ফোনের অপব্যবহার, বিধানসভায় গিয়ে বিক্ষোভ

সুমন তালুকদার ● আমডাঙা

বাংলার আবার যোজনার ঘর পেতে দিদিকে বলো ফোনের অপব্যবহার আমডাঙার যুবকের। ঘর না পাওয়াতে বিধানসভায় গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ। সেখানেই বিরোধী দলনেতা ও আইএসএফ বিধায়কের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা আমডাঙার বাসিন্দা বছর ২৫ এর ওই যুবক জাকির আলি ডুকরের। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আশায় চাঞ্চল্য ছড়ায় আমডাঙার আদহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈপুখারিয়া গ্রামে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দিদিকে বলোতে ফোন করে কৈপুখারিয়া গ্রামের ওই যুবক বাংলার আবাস যোজনার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে জানা যায়, যুবকের পরিবার ২০১৮ সালে আবাস যোজনা ঘর পেয়েছিল। যুবকের বাবা শাহিদ আলি ডুকরের তিন সন্তান। তার ৪ কাঠা জমির উপর আবাস যোজনার পাকা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতেই থাকে ওই যুবক। তার নিজের নামেও কোনও জমি নেই। স্বাভাবিকভাবেই তার নাম তালিকা থেকে বাতিল হয়। দিদিকে বলো নম্বরের অপব্যবহার করে সে কৌশলে বাংলার আবাস যোজনায় ঘর পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কাজেই অসফল হয়েই সরকারের নামে বদনাম করতে সে আসরে নেমে পড়ে। আর তাকে উসকানি দিতে থাকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ। জাকিরের দাবি, সে আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তার ঘর বাতিল করা হয়েছে। সেই মর্মে সে গত ৯ তারিখ সোমবার বিধানসভায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তার দাবি সে বিধানসভায় গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানিয়েছে। তারা কোনও সহযোগিতা না করলে সে দিল্লি যাবে বলেও দাবি করেছে। তবে যুবকের বাবা ও মা স্বীকার করেছে তারা ২০১৮ সালে আবাস যোজনার ঘর পেয়েছিল। ওই যুবক দিদিকে বলো ফোন নম্বরের অপব্যবহার করে কেন এমন করল তার খোঁজখবর নিচ্ছে জেলা প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কথা ভেবে বাংলার আবাস যোজনার চালু করেছেন। স্বচ্ছতা রাখতে দিদিকে বলো ফোন নম্বর চালু করে মানুষের আবেদন শুনছেন। দিদিকে বলো ফোন করে হাজার হাজার মানুষ ঘর পেয়ে উচ্ছসিত। তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আমডাঙার ওই যুবক দিদিকে বলো ফোন নম্বরের অপব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছে না রাজনৈতিক মহল।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে টিকটিকি! বিক্ষোভে অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেওয়া খিচুড়িতে টিকটিকি পাওয়ার দাবিতে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার খাতড়ায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় খাতড়ার চকবাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শিশুকে খাওয়ানোর সময় খিচুড়িতে টিকটিকি পড়ে থাকার ঘটনা নজরে আসে এক অভিভাবকের। এরপরই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা।

বাঁকুড়ার খাতড়া চকবাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রসুতি ও শিশু মিলিয়ে কমবেশি ৫৭ জন উপভোক্তা রয়েছেন। অন্যান্য দিনের মতোই এদিন সকালে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শিশু ও প্রসূতিরা রান্না করা খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে যান। এরপর বাড়িতে শিশুকে খিচুড়ি খাওয়াতে গেলে খিচুড়ির মধ্যে একটি সেদ্ধ টিকটিকি পড়ে থাকতে দেখেন এক অভিভাবক। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি ওই খিচুড়ি খাওয়া দুই শিশুকে স্থানীয় খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনার কথা শুনে ওই অঙ্গনয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটে যান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও। অভিভাবকদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করার ফলেই বারংবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। কর্মীদের বারবার সতর্ক করার পরেও পরিস্থিতির বদল হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অভিভাবকদের অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর দাবি, রান্না করার সময় ঘরের চালা থেকে কোনও ভাবে টিকটিকিটি পড়ে থাকতে পারে। খাতড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দাবি ,অধিকাংশ অভিভাবক খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই খাবার খাওয়ার আগেই টিকটিকির বিষয়টি সামনে এসে যাওয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে অনেকেই। বিডিওর দাবি, কয়েকজন খিচুড়ি খেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

দফা নং ১ - স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩০.১২.২০২৪ (দফা নং ১(এ))
নিলামের সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
ক	**ক) ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি** স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি, ঠিকানা : ৮, শ্রীপুর স্কুল রোড, (বাঘেরঘোল রোড), থানা : সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১০৩ **এবং** বাঘের ঘোল, নোবডিপল্লি, বনগুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৩	জামিন -১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১৫.৫৬ ডেসিমেল বা ৯ কাঠা ০৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত জি-২ তলা ইট নির্মিত বসবাসের ভবন পরিমাণ ৫৪০০ বর্গফুট (প্রতি তলে ১৮০০ বর্গফুট) সিমেন্টের মেঝে এবং লিফট সুবিধা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট রায়তি দখলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বত্বাধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালেক্টরের অধীনে , মৌজা শ্রীপুর বাঘের ঘোল, তৌজি নং ১, জেএল নং ৫৯, আরএস নং ১৭২, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৪৮৫, এলআর দাগ নং ২১৫২, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক : ০৫ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৪৮, এলআর দাগ নং ২২১৮, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক ০৩ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭,এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৫০, এলআর দাগ নং ২২২০, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক ০৫ শতক,আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৩৬, এলআর দাগ নং ২১৪০, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক ০২ শতক, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধিক্ষেত্রাধীন, হোল্ডিং নং ৮, শ্রীপুর স্কুল রোড, (বাঘের ঘোল রোড), থানা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজি. অফিস সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০২০৮২ - ২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১০৬৫৪৭ থেকে ১০৬৫৭১, নথিভুক্ত বুক নং ১, এআরএ-১,কলকাতা। অনিন্দিতা মুখার্জির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : দুলাল সেন এর সম্পত্তি, দক্ষিমে : পুকুর, পূর্বে : ১৩ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : রতন গোস্বামীর ভবন। **ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।** **মামলা অমীমাংসিত : নেই (ডিআরটি এর নিকট উশুল মামলা বতীত)**	৮৭,১৭,৪০০.০০ টাকা **(সাতাশি লাখ সতের হাজার চারশ টাকা) ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবকে হারে পরবর্তী সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৩.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪** যোগাযোগের ব্যক্তি - ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	জামিন - ০১ ১,০৯,০০,০০০.০০ টাকা ১০,৯০,০০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা

দফা নং ২ - স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে (জামিন ক্রম নং ২ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৩.০১.২০২৫ (দফা নং ২(এ) এবং ২(বি))
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
ক	**ক) ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম, রেজি অফিস :** গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১৫০ **অংশীদার(গণ) :** **ক) শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **সকলের সাকিন :** গ্রাম : অয়োধ্যাআগর (জামতলা), পো : অযোধ্যাআগর,থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **ঙ) শ্রীমতি লুতফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৫০	**জামিন - ২ :** মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম পুনরায় দখলীকৃত মেশিনারি, অবস্থিত প্রেমিসেস মেসার্স অ্যাগ্রোভেট ফার্ম। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত** **জামিন - ৩ :** রাইস মিল জমি এবং পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, স্বত্ব দলিল ৩২৩৭ অধীন এরিয়া ০.৪২ একর সহ প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, স্বত্ব দলিল ৩২১৭, এরিয়া ০.৪২ একর সহ, প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) এবং ১২০ এবং ১২১, জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, স্বত্ব দলিল ৩২১৫ অধীন এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় চুক্তি ৪০৯, এরিয়া ৪.১৯ একর (পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট সংস্থার নামে; মোট জমির এরিয়া রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অনুযায়ী ৫.০৩ একর এবং রেজিস্টার্ড সার্ভেয়ার দ্বারা বিভাজিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪.৪০ একর। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **জামিন - ৪ :** বসবাসের জমি এবং তিনতলা ভবন স্বত্ব দলিল ৩০৬, মোট এরিয়া ০.০৪২১ একর , জেএল নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৫৫৮/৭১৭ (এলআর ১০২৫), মৌজা : কুইকোটা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫০। শেখ আবদুল মালেক এর নামে এবং স্বত্ব দলিল নং ৮৮১ অধীন, মোট এরিয়া ০.০৩৮০ একর (শেখ আবদুল সালেম ০.০১৮৯ একর এবং শেখ আবদুল আলম ০.০১৯১ একর), জেএল নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৫৫৮/৭১৭ (এলআর ১০২৫), মৌজা : কুইকোটা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫০, শেখ আবদুল সালাম এবং শেখ আবদুল আলম এর নামে। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **দ্রষ্টব্য ১: উক্ত সম্পত্তির জন্য ডিআরটি ১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩, যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা **(চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ)** এবং ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪** যোগাযোগের ব্যক্তি - ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	জামিন - ০২ ১,০৬,৭৯,০০০.০০ টাকা জিএসটি সহ ১৯,২৩, ০০০.০০ টাকা = ১,২৬, ০২,০০০.০০ টাকা ১২,৬০,২০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা জামিন - ০৩ ২,৮৯,৮৫,০০০.০০ টাকা ২৮,৯৮,৫০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা জামিন - ০৪ ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা ১২,০০,০০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা
খ	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি** রেজি অফিস : গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা: কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১৫০। **ডিরেক্টর(গণ) :** **ক) শেখ আবদুল আলম** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **খ) শেখ আবদুল সালাম** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **গ) শেখ আবদুল কালাম** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, সকলের ঠিকানা : অযোধ্যাআগর, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক** প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **ঙ) এম লুতফা খাতুন** স্বামী শেখ আবদুল মালেক **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর,পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৫০।	**জামিন - ৫ :** ফ্যাক্টরি জমি পরিমাণ ৩৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা :কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা : রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২ (অংশ), সাট্টা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২, স্বত্ব দলিল ২১৪১/২০০৫ অধীন, শেখ আবদুল মালেক এবং শেখ আবদুল সালাম এর নামে। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **জামিন - ৬ :** খালি জমি অবস্থিত গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা : রানিচক, দাগ নং ১৩৪, সাট্টা -১৯০, খতিয়ান নং ২০৮, ২০৯, ২১০ এবং ২১১, স্বত্ব দলিল ৮৯২/২০০৬ অধীন, এরিয়া দলিল অনুযায়ী ১৯০ ডেসিমেল এবং ১৭৮ ডেসিমেল রেজিস্ট্রিকৃত সার্ভেয়ার এর বিভাজিত প্রতিবেদন অনুযায়ী। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **দ্রষ্টব্য ২ : উক্ত সম্পত্তির জন্য ডিআরটি ২ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ/৪১২/২০২২, যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা **(এক কোটি নব্বই লাখ ষোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ)** এবং ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪** যোগাযোগের ব্যক্তি - ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	জামিন - ০৫ ৬০,৩৬,০০০.০০ টাকা ৬,০৩,৬০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা জামিন - ০৬ ১২,৮২,০০০.০০ টাকা ১,২৮,২০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা

দ্রষ্টব্য - নিম্নোক্ত জামিনদত্ত ৩ এবং ৫ সম্পত্তি অবস্থিত একটি এলাকার মধ্যে কোনও স্পষ্ট বিভাজন ব্যতীতই ফলে সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যৌথ ডাক দেবেন জামিনদত্ত ৩ এবং ৪ এর জন্য। পৃথক ডাক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৩.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস- ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০, **শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) :** রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জিপিও-র বিপরীতে) **শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা) :** ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪, **শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) :** ২৪, ১৬, নর্থ এভি., কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৬ **শাখা অফিস (বারাসত) :** ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮ যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সালের -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং **জিআইসিএইচএফএল** সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**শ্রী আনরুদ্দিন মন্ডল এবং শ্রীমতি মহামুদা মন্ডল Wb0770600000187 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৯ শতক- ৩৫ শতক জমি থেকে অবস্থিত মৌজা : খড়গাছি, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯৪, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, তৌজি নং ১২, জেএল নং ১১৫, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৮, । উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ০৬ ফুট চওড়া কাঁচা পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : আনার উদ্দিন মন্ডলের জমি, পূর্বে : রোকিয়া বিবির জমি, পশ্চিমে : আনার উদ্দিন মন্ডলের জমি।	৯,৭৪,৯৮০/-	২৪.০৬.২০২৪	১০.১২.২০২৪
২.	**শ্রী ভোলানাথ সিকদার এবং শ্রীমতী পুতুল সিকদার WB0770600000423 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ৪১ বর্গফুট , চিহ্নিত বি এবং বি-১, অবস্থিত মৌজা : মাসুন্দা, জেএল নং ৩৪, আরএস দাগ নং ১৪৯৯/১৪৫৩, এলওপি নং ১৬৭, হোল্ডিং নং ২৪৫/২, এন এস রোড বাই লেন, থানা : নিউ বারাকপুর, পিন : ৭০০১৩১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং এ/১, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া এন এস রোড বাই লেন, পূর্বে : ১৬ চওড়া এন এস রোড বাই লেন, পশ্চিমে : প্রণয় রায় এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	১৫,০৭,০৮০/-	২৪.০৬.২০২৪	০৯.১২.২০২৪
৩.	**শ্রী মেঘলাল রায় এবং শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় WB0770600000284 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১১ শতক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৪৭৮, মৌজা : রামপুর, জেএল নং ২৭, তৌজি নং ৩৫২৫, সিএস এবং আরএস দাগ নং ২৯৮৬, প্রজা খতিয়ান নং ১০৫৫, সিএস খতিয়ান নং ১৬৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৯৮, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : কৃষ্ণ বিশ্বাসের প্লট, দক্ষিণে : দাগ নং ২৯৮৬ প্লট, পূর্বে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : কৃষ্ণ বিশ্বাসের জমি।	৯,৪৩,৩৭৩/-	২৪.০৬.২০২৪	১০.১২.২০২৪
৪.	**শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি রেবা সরকার ভট্টাচার্য WB0770600000441 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২.৭০ শতক অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৫৮/এ/২৭৬/ই, আর ডি বি রোড, মৌজা : বনগাঁ, জেএল নং ২২৪, হাল ১১৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২৬৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৩৮, বর্তমানে ১৮০০২ এবং ১৮০০৩, থানা - বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৩৫। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিরঞ্জন মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৭ ফুট চওড়া পাকা সড়ক, পূর্বে : পার্থ সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : লক্ষ্মণ সরকারের সম্পত্তি।	৫,০৬,৯৪৮/-	২৪.০৬.২০২৪	১০.১২.২০২৪
৫.	**শ্রীমতী নিশা সিং WB0700610002498 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১-বি, ২য়তলে, পরিমাণ ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৭০-বি, ডা. এ কে পাল রোড, মৌজা- গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৫, তৌজি নং ৩, আরএস নং ১৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪, দাগ নং ১০, ওয়ার্ড নং ১২৮, থানা : পর্ণশ্রী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০০৩৪। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি,দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৭০-সি, ডা. এ কে পাল রোড, পূর্বে : পুরসভার নিকাশি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া ডা. এ কে পাল রোড।	২৪,২৯,০৩১/-	১৬.০৪.২০২৪	১২.১২.২০২৪
৬.	**শ্রী পলাশ দে, শ্রী রজত কুমার দে WB0700610002290 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ ৫৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দাগ নং ১৩৮৬ , খতিয়ান নং ২৭২৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৮৬, জেএল নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৩৪, মৌজা : জয়কৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা : চাকদহ, পিন : ৭৪১২২২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: অন্যান্যের জমি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : রতন দে এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : নারায়ণ চন্দ্র পালের ভবন।	৭,৯২,২০৬/-	২৮.০৩.২০২৪	১০.১২.২০২৪
৭.	**শ্রী সমীরণ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী মেঘনা চ্যাটার্জি WB0700610002304 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থতলে, ভবনের নাম রেণু অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ৪১৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬৩এ, ইব্রাহিমপুর রোড, মৌজা : ইব্রাহিমপুর, থানা : যাদবপুর,পিন : ৭০০০৩২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩৭/৪, ইব্রাহিমপুর রোড, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক,পূর্বে : প্লট নং ৬৩বি, ইব্রাহিমপুর রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া কেএসসি রোড।	৫,৪৬,৩২৯/-	২৮.০৩.২০২৪	১১.১২.২০২৪
৮.	**শ্রীমতী শিপ্রা সরদার WB0700610003391 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, উত্তর - পূর্ব মুখী, জি-৩ তলা ভবনে, পরিমাণ ৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৩৫২ই, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, ডাক ঠিকানা : ই-৪৯, রামগড় কলোনি, মৌজা : নাকতলা, ইপি নং ২০৯, এসপি নং ৪১১, সিএস প্লট নং ৪৩৭(অংশ),জেএল নং ৩২, থানা : নেতাজি নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪৭। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৩৫২ই রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোডের অংশ , পূর্বে : শ্রী স্বপন দাসের ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক।	১২,৮১,৯৪৩/-	২৮.০৩.২০২৪	১১.১২.২০২৪
৯.	**শ্রী দেবব্রত দাস অধিকারী এবং শ্রীমতী মাম্পি দাস অধিকারী WB0070610003676 WB0070610002422 (কলকাতা শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ৩৮ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : উত্তর নিমতা , জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ৫২৮, দাগ নং ৮২৩৬/৮২৩৯, হোল্ডিং নং ৭৭, দেবী নগর ৫ম বাই লেন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৫১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : বিনয় হালদারের প্লট নং বি, পূর্বে : রিঙ্কু তালুকদারের প্লট নং এ/১, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৮২৩৬/৮২৩৯।	১৯,৬৫,৮৬৪/-	৩১.০৩.২০২৪	১১.১২.২০২৪
১০.	**শ্রী তরুণ দে এবং শ্রীমতী সীমা দে WB0070110004014 (কলকাতা শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, সাবেক খতিয়ান নং ২৭, আরএস খতিয়ান নং ৮০৬, সাবেক দাগ নং ১৭১৬, আরএস দাগ নং ১৭৬৯, হোল্ডিং নং ৩১, ব্লক -সিডি, ২৮০, চণ্ডীবেড়িয়া, সবুজপল্লি জগৎপুর এর নিকট , ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, থানা : নিউ টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৫৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিনোদ মজুমদারের ভবন, দক্ষিণে : নিরঞ্জন মজুমদারের ভবন, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : সীমা দে।	১৫,৮৪,৯৬০/-	২৪.০৭.২০২৪	১১.১২.২০২৪
১১.	**শ্রী সুনীল লাল এবং শ্রীমতী সুনীতা লাল WB0460610002379 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সম্পত্তি অবস্থিত জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, থানা : হীরাপুর, মৌজা : হীরাপুর, জেএল নং ১৮, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক , সিএস প্লট নং ১৬৪৪, আরএস প্লট নং ২২৩৭, আরএস খতিয়ান নং ২০৮, এলআর প্লট নং ২৬৪০, এলআর প্লট নং ৮৮৫২, ওয়ার্ড নং ৪৫(পুরানো) , ৯৬ (নতুন), এএমসি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত :হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।	১৮,২৮,২০৭/-	১০.০৬.২০২৪	১২.১২.২০২৪
১২.	**শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজরা WB0460610001904 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৭ শতক, প্লট নং ২৪৯, খতিয়ান নং ৫০২৮, বর্তমা খতিয়ান নং ২৫১৩, অবস্থিত মৌজা : পাত্রসায়ের, জেএল নং ৪৯, থানা : পাত্রসায়ের, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনামুখী, জেলা : বাঁকুড়া, রেজি.বিক্রয় দলিল নং ১-১১০৫-২০০২ সালের, তারিখ ২২.০৭.২০০২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : এস বি মন্ডলের খালি জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	১৯,৬৯,৩৮০/-	১০.০৬.২০২৪	১২.১২.২০২৪

এছাড়া, এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তদধীন রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে লেনদেন না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পত নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ জিআইসিএইচএফএল এর পক্ষে ধার্য সাপেক্ষ হবে **সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

তারিখ - ১৩.১২.২০২৪
স্থান - কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

ঋষভ পন্থের জন্য ২৭ কোটির কারণ ফাঁস করলেন গোয়েঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলোচনা ছিল তিনজনকে নিয়ে। কিন্তু বাকি দু'জনকে টপকে আইপিএলের মেগা নিলামের সব আলো কেড়ে নিয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। নিলামের আগেই অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ৩০ কোটি দর উঠতে পারে তাঁর। শেষ পর্যন্ত ২৭ কোটিতে বিকিয়েছেন বিস্ফোরক ব্যাটার। দিল্লি আরটিএম ব্যবহার করলেও ফাইনাল দর দিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। তা আর টপকাতে পারেনি দিল্লি। লখনউই পন্থকে তুলে ইতিহাস তৈরি করেছিল। পন্থের জন্য কী পরিকল্পনা নিয়ে মেগা নিলামে এসেছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল, তা ফাঁস করে দিয়েছেন টিমের মালিক।

এক পডকাস্টে সঞ্জীব বলেছেন, 'পন্থকে ২৭ কোটিতে তোলার পিছনে একটা বিজ্ঞান রয়েছে। পঞ্জাব ২৬.৫ কোটিতে শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, ঋষভ পন্থের ব্যাপার দিল্লির মালিক পার্থ জিন্দাল বরাবরই পাগল। ও আরও বেশি দর দিতে পারে। সেই কারণেই ওর থেকে বেশি দর

তুলে দিতে চেয়েছিলাম। যাতে সেখানেই থেমে যায় পার্থ। কারণ পন্থ সব দিক থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে কারণে ঠিকই করে নিলামে নেমেছিলাম, ২৫ থেকে ২৭ কোটি দেব পন্থের জন্য। যখন বিডিং ২১-২২ কোটিতে থেমেছিল, দিল্লি আরটিএম ব্যবহার করতে কিন্তু দেরি করেনি। তার মানে, যে কারণেই হোক না কেন, পন্থকে রিটেন করেনি ওরা, সেটা ভুলে ওকে পেতে মরিয়া হয়েছে। সেই কারণেই আর অন্য কিছু ভাবিনি।'

কেন পন্থকে পেতে মরিয়া হয়েছিল লখনউ? সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মন্তব্য, 'যদি পন্থের রিঅ্যাকশন দেখেন নিলামের পর, ও অনেকটা এটাই চেয়েছিল। আমাদেরও নিলামের সময় মনে হয়েছিল, ২৭ কোটি নিরাপদ দর হতে পারে পন্থের জন্য। যদি পন্থকে না পেতাম আমরা, পুরো টিম তৈরি করার পরও এমন কেউ থাকত না, যে মুখ হতে পারত। কিছু বিশেষজ্ঞ কিন্তু নিলামের দিন ফোন করে বলেছিল, যুজবেন্দ্র চাহালকে নিতে, জস বাটলারকে নিতে। কেউ কিন্তু বলেনি পন্থকে নিতে। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, পন্থ লখনউতেই খেলবে। কেউ ওর জন্য ২৭ কোটি পর্যন্ত উঠতে পারবে না।'

ভারত পেল নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ১২তম রাউন্ডেও মনে হচ্ছিল গুটিগুটি চিনের দিকে পা বাড়িয়েছে খেতাব। ১৩তম রাউন্ডে রুপোলি ঝলক দেখিয়েছিলেন। আর ১৪তম রাউন্ডে? ওস্তাদের বাজিমাত। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের দোম্মারাজু গুকেশ। চৌষট্টি খোপের খেলায় ভারত এতদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মানে বুঝত বিশ্বনাথন আনন্দ। সেই তাঁরই ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা একঝাঁক তরুণ সমস্ত হিসেব পাল্টে দিচ্ছেন। গুকেশের সাফল্যে যেন বিশ্ব দাবায় ভারতের পুনর্জন্ম হল। এই প্রথমবার বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিলেন গুকেশ। আর তাতেই বাজিমাত। কিংবদন্তি দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনও কেরিয়ারের প্রথম বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে জিততে পারেননি। আর সেটাই করে দেখালেন ভারতের টিনএজার গুকেশ।

চিনের ডিং লিরেনের সঙ্গে লড়াইটা কঠিনই বলছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ১৮ বছরের গুকেশ দুরন্ত ফর্মে থাকলেও নার্ভ ধরে রাখতে পারেন কিনা, দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নরা। অনেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, গুকেশ অভিনব কিছু করে দেখাতে পারেন। শুরুতে তা না হলেও গুকেশই উল্টে দিলেন পাশা। দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছিল ২৫ নভেম্বর। ১৮দিন পর বিশ্ব দাবার সোনার মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন গুকেশই। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে লিরেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন গুকেশ। কিন্তু নিজের স্ট্র্যাটেজি থেকে একবারও নড়েননি। তৃতীয় গেমে দুরন্ত ফিরে আসেন গুকেশ। লিরেনকে হারিয়ে দেন। পরের ৭ রাউন্ড টানা ড্র। ১১তম গেমে গুকেশ আবার নড়িয়ে দেন লিরেনের ডিফেন্স। পরের গেমেই আবার চিনের দাবাড়ু জয় তুলে নেন। তাতেও গুকেশ ঘাবড়াননি। বরং অপেক্ষা করেছিলেন সুযোগের। ১৪তম গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে বাজিমাত করলেন গুকেশ।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গুকেশ বলেছেন, 'বড় আসরে প্রতিপক্ষের ভুলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। লিরেনও এমন একটা ভুল করেছিল, যা আমার সুবিধে করে দেয়। লিরেন দাবায় অত্যন্ত নামি প্লেয়ার। প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে। ও যখন ভুলটা করে, আমি তখন থমকে গিয়েছিলাম। এমন কোনও চাল সঙ্গে সঙ্গে দিতে চাইনি, যা আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে। লিরেনের বিরুদ্ধে জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া অসাধারণ তৃপ্তি। ৬ বছর বয়স থেকে দাবা খেলছি। এই স্বপ্নটাই লালন-পালন করছিলাম এতদিন। অবশেষে মুঠোয় ধরা দিল।'

দশ জনের ইস্টবেঙ্গল হারল ওড়িশার কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ের হ্যাটট্রিক হল না। উল্টে হারতে হল ঘরের মাঠে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ থেকে ইস্টবেঙ্গলের অপরাজিত থাকার যে দৌড় শুরু হয়েছিল তা থামল ওড়িশা। ২২ অক্টোবর আইএসএলে শেষ বার এই ওড়িশার কাছেই হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একই প্রতিপক্ষের কাছে হারল ১-২ গোলে। গোটা দ্বিতীয়ার্ধ ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হয়েছে দশ জনে। তার মধ্যেই লালচুংনুঙ্গার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। তবে জেরি এবং হুগো বুমোসের গোলে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে ওড়িশা। হেরে আইএসএলে ১১ নম্বরেই থেকে গেল ইস্টবেঙ্গল। ওড়িশা উঠে এল তিন নম্বর স্থানে।

ম্যাচের শুরুতেই আহমেদ জাহুর থেকে বল কেড়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম আক্রমণটা শুরু করেছিলেন তিনি। দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, সাউল ক্রেসপোর মতো ফুটবলার অনুপস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের মূল চালিকাশক্তি হওয়ার কথা ছিল তাঁরই। কে জানত মাঠে মাত্র দশ মিনিট স্থায়ী হবে তালালের আয়ু? তখনও দু'দল নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরোয়নি। তার মধ্যে ম্যাচে তালালের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মাথায় হুগো বুমোসের সঙ্গে সংঘর্ষে হাঁটুতে চোট পেলেন। মাঠে এবং মাঠের বাইরে বেশ কিছু ক্ষণ চিকিৎসা চলল। মিনিট তিনেক পর কিছুটা জোর করেই যেন মাঠে নামলেন। তত ক্ষণে সাইডলাইনে নন্দকুমার ওয়ার্ম-আপ করা শুরু করে দিয়েছেন। মাঠে নেমেও প্রতিটা পদক্ষেপে খোঁড়াচ্ছিলেন তালাল। দশ মিনিট যেতে না যেতেই পড়ে গেলেন। স্ট্রেচারে চড়িয়ে মাঠ থেকে বার করতে হল তাঁকে।

তালালকে আঘাত করার পরেই পাল্টা বুমোসকে মেরে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেছিলেন জিকসন। তবে প্রথমার্ধে শেষের আগে তাঁকে যে ভাবে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখানো হল তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। একটি বল পেয়ে চকিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন জিকসন। হাত এসে লাগে পাশে থাকা দিয়েগো মৌরিসিয়োর ঘাড়ে। মৌরিসিয়ো পড়ে গিয়ে প্রবল ভাবে কাতরাতে থাকেন। সম্ভবত তা দেখেই রেফারি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দেন জিকসনকে।

মহম্মদ সামির হয়তো এখনই অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: জসপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। দিন-রাতের টেস্টে কি চোট পেয়েছেন তিনি? এই প্রশ্নও নিয়েছে বড় আকার। তারই মধ্যে মহম্মদ সামিকে নিয়ে গুরুতর সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? শোনা তেমনই যাচ্ছে। আর তা যদি সত্যি হয়, ব্রিসবেন কেন, মেলবোর্ন কিংবা সিডনিতেও বাংলার পেসারকে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। সোজা কথায়, অস্ট্রেলিয়াতেই হয়তো পাঠানো হবে না তাঁকে। সামির ফিটনেস নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে যা চলছে, থ্রিলারকেও হার মানাবে। সকালে মনে হচ্ছে, বিকেলেই হয়তো উড়ে যাবেন অস্ট্রেলিয়া। দুপুর গড়াতে না গড়াতে সেই তাঁকে নিয়েই আবার সংশয়। সেই আশঙ্কা কেন মিটল না সামিকে ঘিরে?

৩৬০ দিন পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে সামির। রঞ্জিতে খেলেছেন বাংলার হয়ে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও খেলেছেন। ৯টা ম্যাচ খেলে ফেলেছেন সব মিলিয়ে। তাও তাঁর ফিটনেস নিয়ে সংশয় যাচ্ছে না।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দিল্লিতেও 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' মডেল মাসে হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পকেই 'মডেল' করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ১৮ বছরের উর্ধ্বে সব মহিলাকে মাসে এক হাজার টাকা করে অনুদান প্রকল্প ঘোষণা করলেন আপের সর্বময় নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মার্লেনাকে পাশে নিয়ে বৃহস্পতিবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই আপ সরকার এই প্রকল্প শুরু করতে চলেছে। বৃহস্পতিবার থেকেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আপপ্রধান।

ভোটের মুখে শুধু হাজার টাকা দেওয়াই নয়, ভোটে জিতলে সেই অঙ্ক যে দ্বিগুণেরও বেশি হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেজরিওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে ফের আপের সরকার হলে ভোটের পর থেকে মহিলারা প্রতি মাসে ২,১০০ টাকা করে পাবেন। কেজরিওয়াল বলেছেন, 'গত মার্চ মাসে আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই এই প্রকল্প শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপি আমায় জেলে ঢুকিয়ে তা আটকে দিয়েছিল।'

মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটকের পর মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে সদ্যসমাপ্ত ভোটের ফলেও দেখা গিয়েছে, মহিলাদের মাসে নগদ দেওয়ার কৌশল জাদুদণ্ডের কাজ করেছে। দীর্ঘ দিন সরকারে থাকলে সংশ্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা তৈরি হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের ভোটে দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের অ্যাকাউন্টে মাসে নগদ দেওয়ার প্রকল্প সেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাকে ম্লান করে দিচ্ছে। ২০২১ সালের ভোটের আগে বাংলায় এই প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা। ভোটে জিতে তা বাস্তবায়িতও করেছিলেন তিনি। রাজ্যে রাজ্যে মমতার সেই মডেলই অনুসৃত হচ্ছে। সেই তালিকায় যেমন কংগ্রেস-সহ অবিজেপি দল রয়েছে, তেমনই বিজেপি-ও সেই 'মমতা মডেল'ই অনুসরণ করছে বিভিন্ন রাজ্যে। নাম আলাদা হলেও ছাঁচ এক। দিল্লিতে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা'। আপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই প্রকল্পের জন্য দিল্লি সরকারের মাসে খরচ হবে দু'হাজার কোটি টাকা।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিহত সাত মাওবাদী

রায়পুর, ১২ ডিসেম্বর: ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের অবুঝমাড়ে আবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ মাওবাদীদের, যা চলেছে প্রায় সাত ঘণ্টা। বৃহস্পতিবার এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন সাত জন মাওবাদী। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই সাংবাদিক বৈঠক করে অবুঝমাড়ে পুলিশ এবং মাওবাদীদের সংঘর্ষের এই খবর জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোয়েন্দাদের থেকে জানা গিয়েছিল অবুঝমাড়ের জঙ্গলে মাওবাদীরা লুকিয়ে রয়েছেন। তার পরেই বৃহস্পতিবার ভোরে ওই জঙ্গলে অভিযানে নেমেছিল ডিসট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। বস্তার পুলিশ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ভোর ৩টে থেকে শুরু হয় এনকাউন্টার।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সাত জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁদের শরীরে গেরিলা বাহিনী (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র পোশাক ছিল। মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা হল এই গেরিলা বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু জানিয়েছেন, বিজেপি রাজ্যে এক বছর হল ক্ষমতায় এসেছে। যা ভাল কাজ, সব এই সময়েই হয়েছে।

চলতি বছরে অবুঝমাড়ে মাওবাদীদের ধরতে বেশ কয়েকটি অভিযান করেছে বাহিনী। এই 'মাড় বাঁচাও অভিযান'-এ নিহত হয়েছেন প্রায় ১০০ জন মাওবাদী। গত অক্টোবরে একটি অভিযানে দক্ষিণ অবুঝমাড়ে ৩১ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পত্তির মালিক হলেন এলন মাস্ক!

ওয়াশিংটন, ১২ ডিসেম্বর: ইতিহাস গড়লেন এলন মাস্ক। বিশ্বের প্রথম মানুষ হিসাবে ৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পত্তির মালিক হলেন এই মার্কিন ধনকুবের। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জেতায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা পেয়েছেন টেসলা কর্তা। গত কয়েকদিনে লাফিয়ে বেড়েছে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ।

ব্লুমবার্গের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত ৪৪০ বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি রয়েছে মাস্কের হাতে। ভারতীয় মুদ্রায় যে অঙ্কটা ৩৭ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। মাস্কের অধিকৃত টেসলা এবং স্পেসএক্স- এই দুই সংস্থা সম্প্রতি বিরাট লাভের মুখ দেখেছে। তার জেরেই লাফিয়ে বেড়েছে মার্কিন ধনকুবেরের সম্পদের পরিমাণ। মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে ৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন মাস্ক। যদিও আরেক সংস্থা ফোর্বসের মতে, মাস্কের সম্পত্তির মূল্য ৩৬৮ বিলিয়ন ডলার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেফ বেজোসের রয়েছে ২৪৪ বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি।

পরিসংখ্যান বলছে, মাস্কের অধিকৃত টেসলার স্টকের দাম প্রায় ৬৫ শতাংশ বেড়েছে মার্কিন নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে। বিশ্লেষকদের মতে, টেসলার এই উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে দুটি কারণ। প্রথমত, হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোবটচালিত গাড়ির পক্ষে সওয়াল করবেন। পাশাপাশি টেসলার প্রতিদ্বন্দ্বী গাড়ি প্রস্তুতকারীদের কর সংক্রান্ত সুযোগসুবিধাতেও কোপ বসাবেন ট্রাম্প। সেই কারণেই টেসলার উপর আস্থা রেখেছেন বিনিয়োগকারীরা। ফলে চড়চড়িয়ে বেড়েছে মাস্কের সম্পত্তির পরিমাণ।

টেসলা ছাড়াও মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স এবং এক্সএআই সর্বকালের সেরা মুনাফা পেয়েছে মার্কিন নির্বাচনের পরে। বুধবারই নতুন এক চুক্তি সই করেছে স্পেসএক্স। আপাতত সারা বিশ্বে এটাই সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তিগত স্টার্টআপ সংস্থা। এছাড়াও নতুন মার্কিন প্রশাসনে বড়সড় পদ পেয়েছেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি। শোনা যায়, ট্রাম্পের নির্বাচনী খরচের অনেকটাই বহন করেছিলেন মাস্ক। তাই ট্রাম্প জয়ের পর থেকে লাফিয়ে বেড়েছে মাস্কের সম্পদের পরিমাণ। বিপুল সম্পত্তির মালিক এলন মাস্ক এবার জায়গা করে নিলেন ইতিহাসের পাতাতেও।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for "Annual Maintenance Contract for Street Light Maintenance with Materials within ward no 01 to 16 under Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. **NIQ No.-05/NIQ/DHM/2024-25.** Bid Submission Start Date: **13.12.2024.** Last date of online submission: **26.12.2024** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- **05/ BOKHARA-II/5th SFC & 15th CFC/2024-2025 Dated:- 03/12/2024.** The last date of online submission of tender is **17-12-2024 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

TENDER
Sealed quotations are invited by 5.1.25, for construction of G+4 storey building at New Town AA-IIB.
For specifications, contact **9432312241**
Secretary, Bhavana Cooperative Housing Society Ltd.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-09 of 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for **SUPPLY AND DELIVERY THE FOLLOWING ITEMS (Rain Coat, Gum Boot, Iron Kodal, Iron Kata Kodal, Iron Heso, Iron Belcha & Iron Gamla) AT BASIRHAT MUNICIPALITY.** e-Tender Start Date: **13.12.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **19.12.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-28/2024-25** for "Supply, installation and commissioning of a self-controlled automated audio frequency driven Musical Fountain in front of District Collectorate Building, Krishnanagar within Krishnanagar Municipality". The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender **id: 2024_MAD_784232_1.**
Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

Office of the
Rasulpur Gram Panchayat
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad.
NIeT. No. 10/2024-25/RGP/, Memo No. 146/2024-25/RGP, Dated-11/12/2024
Date of publishing: **13/12/2024 from 10.30 A.M on htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **13/12/2024 from 10.30 A.M.** Bid Downloading ends : **24/12/2024 up to 4.30 P.M.** Last date of Bid submission: **24/12/2024 up to 4.30 P.M.** Technical Bid opening date: **27/12/2024 at 11.00 A.M.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign
Sd/- Prodhan
Rasulpur G.P., Nabagram Block

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 06 tenders in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide memo no 930/DDM/GEN/24-25 & 931/DDM/GEN/24-25 Dtd 12.12.2024 e-NIT Published online on 12.12.2024 & 13.12.2024 respectively, Last Date for Dropping Bids- 28.12.2024, technical bid opening dates - 30.12.2024.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.-08/KGP/2024-25 of 05th S.FC Memo No.:-331/1(12)/KGP, Date:- 11-12-2024.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of **e-NIT 12/11/2024 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **20/11/2024 UP TO 04:55 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Katabari, Jalangi, Murshidabad

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 715/BGP/TENDER/2024, Date: 12.12.2024. Fund: SBM & 15th FC. Tender ID: 2024_ZPHD_783516_1.** Bid Submission End Date: **20.12.2024 up to 03.00 PM.** Bid Opening Date: **23.12.2024 at 11.00 AM.** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids for 1No BP Road & 4 Nos solar light schemes in Gp Area (Vide NIT No 305/XVFC-Untied/NIT/MGP/2024 & **306-309/5th SFC-tied/ NIT/MGP/2024 & 4 Nos** Leach pit schemes Nit nos **311-314/SBM/ NIT/MGP/2024 Dated-12/12/2024** Est.Amts are including GST & **cess 449745/-, 255150/-, 227095/, 199041/-, 170986/-, 447710/-, 309946/-, 585424/-, 68890/-** respectively. The last date of submission of online Bid is **21/12/2024 upto 03 P.M.** For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/13/EE-II/24-25 তারিখ : ১২.১২.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- **হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা কাজের জন্য সড়ক উন্নয়নের জন্য** প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যাবে- ই-টেন্ডার নোটিশ এবং EE-II বিভাগীয় ওয়েবসাইট/ **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ৩১.১২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার রাখে।
১১৫(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
১৩.১২.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 162 (2nd Call), 163(2nd Call), 201 to 207/2024-2025
Dated- 12-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Purulia Jalpaiguri & Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **13-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **27-12-2024 upto 3.00 pm**
Date: 12.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Tender Notice
On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

S.N.	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Modified Leach pit for	1) (135 no ICDS ,139 no ICDS, Gobindapur Sailendra Sarbeswar FPS, Gobindapur Abad Bipin Bihari Sikshaniketan , Tubewell Near house of Pasupati Mali) NIT -553/ SBM /NIT/BGP /2024 2) (Kshetramohanpur Adarsha Sikshaniketan Tubwell , Kshetramohanpur Adarsha Sikshaniketan Kitchen, 124 no ICDS, Rakshaskhali High School Tubewell, Rakshaskhali High School Tubewell Kitchen) NIT -554/ SBM /NIT/BGP /2024 3) (Brajaballavpur Bazar, Brajaballavpur BMTS Tubewell, Brajaballavpur BMTS Kitchen, Near the house of Droupadi Maity at 219 no Booth, Near the house of Biswa Karan at 219 no Booth)) NIT -555/ SBM /NIT/BGP /2024 4) Modified Leach pit for (Tubewell near the house of Kalipada Jana,Tubewell near Tripathy Ghat, Tubewell near the house of Binoy Maity, Tubewell near the house of Srikanta Dolai,Tubewell near the house of Subadh Patra Booth 219) NIT -556/ SBM /NIT/BGP /2024

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is : 20/12/2024 4-00 p.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শেষ হল বঙ্গ জীবনের অঙ্গ

‘কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’

শুভাশিস বিশ্বাস

শেষ হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল দেশ বিদেশের নানা ছবি। উৎসবে প্রাঙ্গনে প্রথম থেকেই ভিড় ছিল নজর কাড়া। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর এই কয়েকটি দিনে দেখানো হয়, ৪২টি পূর্ণ দৈর্ঘের ফিচার ছবি, ৩০টি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি ও তথ্যচিত্র। নন কম্পিটিশন বিভাগে দেখানো হয় ১০৩টি ছবি। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, চলতি বছর প্রতিযোগিতা বিভাগে ২৪৫৯টি ছবির মনোনয়ন জমা পড়েছিল। তবে এবারের এই উৎসবে দেখানো হয়নি কোনও বাংলাদেশের ছবি। যেখানে গত বছরেও দেখানো হয়েছিল মহম্মদ কাইয়ুম নির্মিত ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’, ফাখরুল আরেফিন খানের মুক্তিযুদ্ধের ছবি ‘জেকে ১৯৭১’ এবং মেজবাউর রহমান সুমনের ‘হাওয়া’। কোনও বাংলাদেশের ছবি না থাকার সাম্ভাব্য কারণ হিসেবে জানা গেছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার আর তার জেরে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ জুড়ে। এই অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা ও ভিসা জটিলতার কারণেই এবার বাংলাদেশের কোনও সিনেমা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ। তবে এরই মাঝে ১০ ডিসেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘একতারা মুক্ত মঞ্চ’-এ পরিবেশিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। তার সঙ্গে নৃত্যশিল্পীদের ছন্দময় নৃত্যে এই গান যেন বাংলার প্রতি ভালোবাসার প্রতীক হয়ে ওঠে এক নিমেষে। গত ৪ এপ্রিল ধনধান্য

অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সূচনা হয় কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ধন্যধান্য অডিটোরিয়ামে বসেছিল চাঁদের হাট। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তারকা ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল প্রায় গোটা টলিউডকে। ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহার মতো বলিউড শিল্পীরাও। সকলকে সঙ্গে নিয়েই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন তারকা সাংসদ দেবও। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত থাকতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে গেল জাভেদ আখতার, শাবানা আজমির মতো বলিউড ব্যক্তিত্বদেরও।

এখানে একটা কথা বলতেই হয়, এই বছর চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সং লিখেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন নচিকেতা চক্রবর্তী। এই বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টভ্যাল -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত এবং জুন মালিয়া। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গানে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে হয় চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ সূচনা।

এবছর ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। এবার কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নিয়েছে ২১টি ফরাসি ছবি। এছাড়াও এবার এই উৎসবে শতবর্ষের সম্মান জানানো হয় পরিচালক তপন সিনহা, মার্লোন ব্রান্ডো, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অরুন্ধতী দেবী, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, সংগীতশিল্পী মহম্মদ রফি, তালাত মাহমুদ, মদন মোহন প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে। বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয় কুমার সাহানি, অনুপ কুমার মুখোপাধ্যায়, গৌতম হালদার, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও মনোজ মিত্রকে।

এখানে একটা তথ্য দিতেই হয় এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল প্রসঙ্গে। আন্তর্জাতিক এই ফিল্ম ফেয়ারের সমাপ্তির দিন ছিল বাংলার কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক তপন সিনহার জন্মশতবার্ষিকী। তপন সিনহা, তাঁর সময়ের অন্যতম ভারতীয় চলচিত্র পরিচালক হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত। কাজ করেছেন কিংবদন্তী সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে। শুধুমাত্র বাংলা সিনেমা জগতেই কাজ করেন নি তিনি, হিন্দি সিনেমার জগতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বাংলা সিনেমার বহু সিনেমাই তিনি পরিচালনা করেছেন। ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘লৌহ কপাট’, ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘আপানজন’ বহু সিনেমাই তিনি প্রযোজনা করেছেন। সিনেমা জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।আর সেই কারণেই উৎসবের শেষ বেলায় কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিনহার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে। স্বনামধন্য পরিচালককে নিয়ে ‘আপনজন’ শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিলাদিত্য সেন, রাজা সেন, অশোক বিশ্বনাথন, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অমিতাভ নাগ। এরই পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে তপন সিনহার সঙ্গে নানা সময়ে কাজ করেছেন এমন ২৪ জন শিল্পী এবং কলাকুশলীকেও দেওয়া হয় সংবর্ধনা। সংবর্ধনা দেন নন্দনের সিইও তথা ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর দে, দুলাল লাহিড়ী, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, লাবণী সরকার, তপন সিনহার পুত্র ড অনিন্দ্য সিনহা, মুনমুন সেন, রজতাভ দত্ত, শকুন্তলা বড়ুয়া, কৌশিক সেন, বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালি গুপ্ত, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, সনৎ মোহান্ত, রূপচাঁদ কুণ্ডু, শমিক হালদার, জয় চন্দ্র চন্দ, অর্জুন চক্রবর্তী, রবি চৌধুরী, মন্দিরা চৌধুরী, রোমি চৌধুরী, গৌর কর্মকার, মাধবী মুখোপাধ্যায়।

এর আগে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’ ছবি দিয়ে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শুরু হয় ফিল্মোৎসব। কালজয়ী এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ তারকারা। এদিকে বদল এসেছে সিনেমা জগতেও। এই যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তিরই রমরমা অর্থাৎ সেলুলয়েডের জায়গায় এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিরই বাজার। আর সেখানে চলচ্চিত্র উৎসবের এই সংস্করণে প্রয়াত চিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর ৩৫ এমএম-এর ছবি ‘দেবশিশু’-ও দেখানো হয়।

এবারও এ উৎসবে সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জন্য ছিল পুরস্কার। নেটপ্যাক বিভাগে ছিল সেরা ছবির জন্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার পদক। গত ৪ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত একসপ্তাহ ধরে সিনেমার উৎসবে পর্দা পড়ে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দীক্ষামঞ্জরী’র নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে শুরু হয় সিনে উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শান্তনু বসু, ইন্দ্রনীল সেন, অরূপ বিশ্বাস, গৌতম ঘোষ, সোহম চক্রবর্তী, পাওলি দাম, ঋতাভরী চক্রবর্তী, নিকোলাস ফ্যাসিনো, রিকার্ডো কস্টা-সহ আরও অনেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে চলতি বছর চলচ্চিত্র উৎসবে যে সকল ছবি প্রতিযোগিতায় ছিল তার মধ্যে সেরার সেরাদের নাম ঘোষণা করা হয় হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি, সার্টিফিকেট ও নগদ পুরস্কার।

এবছর গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড পেল বেস্ট ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ভবতোষের কারখানা (বাংলা) এর জন্য পরিচালক দীপাঞ্জন চৌধুরীর হাতে ৩ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার ও সার্টিফিকেটের সঙ্গে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

এরই পাশাপাশি বেস্ট ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম - গুলারকে ফুল (হিন্দি) পরিচালক অরণ মৈত্রের হাতে ট্রফি ও সার্টিফিকেটের পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয় ৫ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার

বেস্ট বেঙ্গলি প্যানোরমা ফিল্ম- ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন (বাংলা) অভিজিৎ চৌধুরী পরিচালিত এই ছবি সার্টিফিকেট ও ট্রফির পাশাপাশি পায় ৭.৫ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার

হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড

সেরা পরিচালক (ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম ক্যাটাগরি)-আরিয়ান চন্দ্র প্রকাশ (সিনেমা-আজুর) ট্রফির সঙ্গে হাতে তুলে দেওয়া হয় ৫ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার

সেরা সিনেমা (ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম ক্যাটাগরি)- লাচ্ছি (কন্নড়) ট্রফির পাশাপাশি মেলে ১০ লাখ টাকা নগদ পুরস্কারও পরিচালক ও প্রযোজকের হাতে তুলে দেওয়া হয় সার্টিফিকেট

গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড (ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন) সেরা পরিচালক- আনা এন্ডেরা (বিলাভড ট্রপিক) ট্রফির পাশাপাশি নগদ ২১ লাখ টাকা পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় পরিচালকের হাতে

সেরা সিনেমা- তারিকা (বুলগেরিয়া) পরিচালক মিলকো লাজারোভ ও প্রযোজক ভেসেলকা কিরয়াকোভার হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি, ৫১ লাখ টাকা ও সার্টিফিকেট

এছাড়াও স্পেশাল জুরি মেনশন (ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস)-এ সার্টিফিকেট পায় মেক্সিকোর সিনেমা ডেড’স ম্যান সুইচ।

স্পেশাল জুরি মেনশন (ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম ক্যাটাগরি)-এর সার্টিফিকেট দেওয়া হয় হিন্দি সিনেমা নুক্কড় নাটক ছবিকে।

নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড বেস্ট ফিল্ম (এশিয়ান সিলেক্ট)- ‘পুতুলনামা’- পরিচালক রণজিত রায়।

স্পেশাল জুরি মেনশন (ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্ম)- ‘মোজ্জাত’ (বাংলা)- অমৃত সরকার।

স্পেশাল জুরি মেনশন (ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ফিল্ম)- ‘মেলভিলাসম’ (মালয়লম)- পরিপ্রসাদ কেএন।

গত বছরের মতো এবারেও কিছু মাল্টিপ্লেক্স ও সিঙ্গেল স্ক্রিনে দেখানো হয় বিদেশের ছবি। এই তালিকায় ছিল ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ, নন্দন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন, নজরুল তীর্থ, রাধা স্টুডিও, নবীনা, স্টার থিয়েটার, মেনকা, আইনক্স কোয়েস্ট মল, আইনক্স সাউথ সিটি মল এবং নিউ এম্পায়ারে।

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের বিবর্তনের ছবি ধরা পড়ল প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্তর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্যে। এবারের ফিল্ম উৎসবে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানো হয় হরিসাধন দাশগুপ্তকে। ১০ ডিসেম্বর নন্দন-২-এ দেখানো হয় ‘একই অঙ্গে কত রূপ’। পাশাপাশি তথ্যচিত্র ‘কোনারক’ও দেখানো হয় এদিন। ১০ ডিসেম্বর ফেস্টিভ্যালে হাজির হন হরিসাধন দাশগুপ্তর পুত্র তথা পরিচালক রাজা দাশগুপ্ত, পুত্রবধূ তথা অভিনেত্রী-সঞ্চালক চৈতালি দাশগুপ্ত, নাতি বিরসা দাশগুপ্ত। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে হরিসাধন দাশগুপ্তের পুত্র রাজা দাশগুপ্ত জানান, ‘আমরা যখন নিয়মিত আসতাম তখন ফেস্টিভ্যাল ঠিক এরকম ছিল না। অনেক পাল্টে গিয়েছে। এত আড়ম্বর ছিল না তখন। এত জাঁকজমক ছিল না। এতটা আড়ম্বরের দরকার আছে কি না সেটাও জানি না। তখন আমরা শুধু সিনেমা দেখতাম ছুটে ছুটে। সিনেমাটাই মুখ্য ছিল।’ তবে নাতি বিরসা জানান, ২০১১ সালে সরকার বদলের পর হাত খুলে ফেস্টিভ্যাল করা হয়। তখন থেকে শুধু এলিট ক্লাস নয়, সবার জন্য উন্মুক্ত হয় ফেস্টিভ্যাল। যা এখনও অব্যাহত। আর এই ভাবেই নানা বিবর্তনের মাঝেই এগিয়ে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।

ছবিগুলো তুলেছেন অদিতি সাহা